ষষ্ঠ অধ্যায়

দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা : সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রয়োগ

সাহিত্য-সংস্কৃতি মানুষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের ফলিত রূপ। দার্শনিক প্লেটোর মতানুযায়ী সাহিত্য দুটি প্রধান বিষয় নিয়ে রচিত হয়। যথা মানব হৃদয় ও বহিঃপ্রকৃতি। এই দুটি শব্দের মধ্যে সাহিত্যের বিষয় ভাবনার প্রায় সব দিকই ধরা আছে বলে আমাদের মনে হয়। মানব হৃদয়ের কথা বলতে গিয়ে মানুষ ও তার জীবন জীবিকার কথা চলে আসে স্বাভাবিকভাবে। আর বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে তো সমস্ত জীবজন্তু পশু পাখি, গাছ পালা নিয়ে গঠিত আমাদের বস্তু পৃথিবী ধরা আছে। সেখানেও মানুষ আছে, আছে বস্তু পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচরণের সমস্ত ঘাত প্রতিঘাতের কথা। ফলে সাহিত্যের পাতায় মানুষের জীবন কথা প্রাধান্য পাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্বে সাহিত্যের অঙ্গনে মানুষের যাতায়াতের মাধ্যম ছিল একটু ঘুর পথে। এখানে ধর্মের প্রবল প্রভাবে মানুষ চলে গিয়েছিল পিছনের সারিতে। পরে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঙালির সাহিত্য ভাবনায় পরিবর্তন আসে। ধর্মকে পিছনে ফেলে মানুষ ও তার জীবন ভাবনা সাহিত্যের পাতায় প্রধান ভূমিকায় হাজির হয়। তবে সেখানেও ছিল ভাবনাগত কিছু প্রতিবন্ধকতা। মানুষকে সাহিত্যের পাতায় প্রধান ভূমিকায় নিয়ে আসলেও মানব সমাজকে সার্বিক ভাবে ধরতে পারেননি আমাদের সেদিনের কবি-সাহিত্যিকরা। তখন সাহিত্য রচিত হত সমাজের উচ্চকোটির মানুষদের নিয়েই। কিন্তু তারাই তো মানব সমাজের সার্বিক প্রতিনিধি নন। মানুষের সমাজেতিহাসের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। সাহিত্যের আঙিনায় এই মানুষদের জীবন চিত্রের রূপায়ণ ছিল না বললেই চলে। বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে এক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তনের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে চোখ রেখে দেখা যায়, সমাজের খেটে খাওয়া মানুষরাও এখন নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। পরে এই প্রবণতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সাধারণ মানুষ জুড়ে বসে বাংলা সাহিত্যের অনেকটা অংশ। বলা বাহুল্য এঁদের অধিকাংশই কৃষি সমাজ বা কৃষি সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা মানুষ। কারণ কৃষিকাজই মানুষের আদিম এবং অদ্যাবধি প্রধান জীবিকা। দক্ষিণবঙ্গের সাপেক্ষে কথাটা আরও বেশি করে সত্য। কৃষিজীবী এইসব মানুষরা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হলে অনেক পরিবর্তনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় বাংলা সাহিত্যের অন্তরঙ্গ ক্ষেত্রে। ভাষাক্ষেত্রেও পড়ে তার অনিবার্য প্রভাব।

সহিত্যের মূল বাহন ভাষা। সাহিত্যের সব সংরূপের ক্ষেত্রেই কথাটা বিশেষ ভাবে সত্য। দেশ-বিদেশের সাহিত্যিকরা তাই বিষয়টির প্রতি সচেতনতা দেখিয়েছেন প্রথমাবধি। বাঙালি কবি সাহিত্যিকরাও এক্ষেত্রে কৃতিত্বের দাবিদার। বিষয় ভাবনায় পরিবর্তনের ছাপ ভাষা ভাবনাতেও পড়তে থাকে দিনে দিনে। সাহিত্য যখনই মাটির মানুষের দরবারে উপস্থিত হয় তখন তাদের ভাষাও সমাদর পায় সাহিত্যিকদের পরিকল্পনায়। ব্যাপারটা বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়ও বটে। কারণ যে মানুষদের কথা নিয়ে সাহিত্য রচিত হবে তাদের ভাষাকে যদি অচ্ছুৎ বলে ফেলে দেওয়া হয় তবে সাহিত্য হয়ে যায় ছিন্নমূল। সৌভাগ্যের বিষয় সেই ভুলটা বাঙালি কবি-সাহিত্যিকরা করেননি। বরং সুচারুভাবে এক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন। ফলে বাংলার কৃষক সমাজ তাদের ভাষা সংস্কৃতিসহ হাজির হতে পেরেছে সাহিত্যের অঙ্গনে।

আলোচ্য অধ্যায়ে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় সাহিত্যের পাতায় প্রতিবিম্বিত কৃষিজ ভাষা-সংস্কৃতির স্বরূপ। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কৃষিজ শব্দের কিছু সাধারণ শ্রেণিভেদ আছে। এমন কিছু শব্দ বা কথা আছে যা কেবলমাত্র কৃষিক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। সাধারণ সমাজ জীবনে এইসব শব্দের ব্যবহার খুব কম। মূলত কৃষি পদ্ধতি সংক্রান্ত শব্দ এগুলি। যেমন ফুল ঠেকানো, কাদা করা, নেউচে বোনা, ধুলুচে বোনা, ক্যারি করা প্রভৃতি। এই রকম কৃষি পদ্ধতিগত শব্দের ব্যবহার সাহিত্যের পাতায় খুব কম। তবে একেবারেই নেই এমন নয়। নিতান্ত কৃষি বিষয় নিয়ে লেখা কোনো গল্পে, উপন্যাসে এসব শব্দ কমবেশি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার এমন কিছু কৃষিজ শব্দ আছে যা কৃষিক্ষেত্রের সীমা অতিক্রম করে সাধারণ সামাজিকের সমাজ ভাষার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। এই মিশ্রণ এমন ভাবে ঘটেছে যে শব্দগুলির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কৃষিজ অনুষঙ্গ প্রায় হারিয়ে যাওয়ার মুখে।

আমরা আমাদের গবেষণার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন যুগে রচিত বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে কৃষিজ শব্দ ব্যবহারের নমুনা সংগ্রহে ব্রতী হয়েছি। দেখার চেষ্টা করেছি সময়ভেদে শব্দ ব্যবহারে বৈচিত্র্য তৈরি হয়েছে কী না। আমাদের মনে হয়েছে, এক্ষেত্রে বৈচিত্র্য অবশ্যই আছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম

যুগের সাহিত্যিকরা কৃষিজ শব্দ ব্যবহারে বিশেষ সচেতন ছিলেন না। তুলনায় আধুনিক যুগের সাহিত্যিকরা এ বিষয়ে অনেক বেশি সচেতনতা দেখিয়েছেন। এর কারণ হতে পারে যুগগত মেজাজ। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ জুড়ে যা কিছু রচিত হয়েছে তার অধিকাংশ ধর্মকেন্দ্রিক। ফলত সেখানে কৃষিজ শব্দ ব্যবহারের সুযোগ বিশেষ ছিল না। তবু সেদিনের সাহিত্যিকরা তাঁদের মতো করে যতটা করার করেছেন। মধ্যযুগের কোনো কোনো কাব্যে কৃষিজ শব্দের নমুনা পাওয়া যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিষয় ভাবনায় পরিবর্তন আসলে ভাষায়ও তার প্রভাব পড়ে। কৃষি কেন্দ্রিক শব্দ-সংস্কৃতি অনেক বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হতে শুরু করে আধুনিক যুগের সাহিত্যে।

আধুনিক যুগে সরাসরি কৃষি-সংস্কৃতি আশ্রিত বেশ কিছু সাহিত্য রচিত হয়েছে। কৃষকরাই এখানে মূল চরিত্র। যেমন-—

উপন্যাস- সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, গো রাখালের কথকথা--আনসারউদ্দিন, গৈ গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, তিতুমীর--মহাশ্বেতা দেবী ইত্যাদি।

নাটক- দেবীগর্জন--বিজন ভট্টাচার্য, নবান্ন--বিজন ভট্টাচার্য, ছেঁড়া তার--তুলসী লাহিড়ী, জননী--মনোরঞ্জন বিশ্বাস ইত্যাদি।

কবিতা- দুই বিঘা জমি--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবান্ন--যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কৃষকের গান--সুকান্ত ভট্টাচার্য ইত্যাদি।

প্রবন্ধ- বঙ্গদেশের কৃষক--বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাম্য--বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষি সমস্যা ও আমরা--অশোক মিত্র, পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দূরাবস্থা বর্ণন--অক্ষয়কুমার দত্ত ইত্যাদি।

কৃষি সংস্কৃতি নির্ভর এইসব রচনায় রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজ ও তাদের জীবন-সংস্কৃতির নিপুণ রূপায়ণ। তবে কৃষি কেন্দ্রিক এইসব রচনা ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে কৃষিজ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার পরিমাণও নিতান্ত কম নয়। কৃষিজ অনুষঙ্গে, চরিত্রের সংলাপে, লেখকের বর্ণনায়, উপমা-অলংকার ব্যবহারে এখানে কৃষিজ শব্দকথা ব্যবহৃত হয়েছে। মোটকথা কৃষিভাষা ব্যবহার একালের বাংলা সাহিত্যের ভাষা-বৈশিষ্ট্যের অন্যতম দিক হয়ে উঠেছে।

উল্লেখ্য সাহিত্যের অঙ্গনে কৃষিজ ভাষার এই নিপুণ রূপায়ণের ফলে একালের বাংলা সাহিত্য সমাজেতিহাসের এক প্রামাণ্য দলিলে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয় পূর্বে প্রচলিত ছিল যা বর্তমানে একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে। সাহিত্যের পাতায় সেগুলির ব্যবহার না থাকলে আজ হয়ত আমরা এসবের কথা জানতেই পারতাম না। আবার এমন কিছু শব্দ বা কথা আছে যা কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রচলিত ছিল আমাদের সমাজ ভাষায়। এখন তা দ্রুত অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি এমন আরও অনেক শব্দকথা রয়েছে সাহিত্যের পাতায় যার ব্যবহার না থাকলে আমাদের সমাজ সংস্কৃতির এইসব উপাদান হয়তো চিরতরে হারিয়ে যেত। যেমন তরাজু, দেড়ী, হুড়পী, বুড়ি, তঙ্কা প্রভৃতি। শব্দগুলির অর্থ যথাক্রমে--পাল্লা, লাভ, বাটখারা, গণনার একক, টাকা। একালের সাহিত্যে তো বটেই, সমাজভাষাতেও এই ধরনের শব্দের ব্যবহার আজ নেই বললেই চলে। সহিত্য এক্ষেত্রে ধারণ করে আছে সমাজ-ইতিহাসের বিস্মৃত প্রায় এক অধ্যায়কে। যাই হোক আমাদের সংগৃহীত বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে ব্যবহৃত দক্ষিণবঙ্গের কৃষিকেন্দ্রিক ভাষা-সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত এইরকম--

কবিতায় ব্যবহৃত কৃষি কেন্দ্রিক শব্দ

নিড়োনো

‘‘ অঘ্রানের বিকেলের কমলা আলোকে
নিড়োনো খেতের কাজ ক’রে যায় ধীরে
একটি পাখির মত ডিনামাইটের ’পরে ব’সে।’’

আবহমান--জীবনানন্দ দাশ, পৃ: ৫১

ঢেঁকি

‘‘একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি পাথুরিয়াঘাটা,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো--
তা হ’লে ঢেঁকির চাল হবে কলে ছাঁটা।’’

ভিখিরী--জীবনানন্দ দাশ, পৃ: ৫৪

খড়

‘‘ধান কাটা হ’য়ে গেছে কবে যেনো--ক্ষেত মাঠে প’ড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম--সাপের খোলস নীড় শীত।’’

ধান কাটা হয়ে গেছে--জীবনানন্দ দাশ, পৃ: ৪৩

গোলা

‘‘এই হেমন্তে কাটা হবে ধান,
আবার শূন্য গোলায় ডাকবে ফসলের বাণ--’’

এই নবান্নে-- সুকান্ত ভট্টাচার্য,পৃ: ৬৮

কাস্তে

‘‘তবুও এহাতে কাস্তে তুলতে কান্না ঘনায় :
হালকা হাওয়ায় বিগত স্মৃতিকে ভুলে থাকা দায়;
গত হেমন্তে মরে গেছে ভাই, ছেড়ে গেছে বোন,
পথে-প্রান্তরে খামারে মরেছে যত পরিজন;...’’

এই নবান্নে-- সুকান্ত ভট্টাচার্য,পৃ: ৬৮

বোনা

‘‘ নিজের হাতের জমি ধান-বোনা
বৃথাই ধুলোতে ছড়িয়েছে সোনা,
কারোরই ঘরেতে ধান তোলবার আসেনি শুভক্ষণ--
তোমার আমার ক্ষেত ফসলের অতি ঘনিষ্ঠ জন।’’

এই নবান্নে-- সুকান্ত ভট্টাচার্য,পৃ: ৬৮

ধান তোলা

‘‘ নিজের হাতের জমি ধান-বোনা
বৃথাই ধুলোতে ছড়িয়েছে সোনা,

কারোরই ঘরেতে ধান তোলবার আসেনি শুভক্ষণ--

তোমার আমার ক্ষেত ফসলের অতি ঘনিষ্ঠ জন।”

এই নবান্নে-- সুকান্ত ভট্টাচার্য,পৃ: ৬৮

নবান্ন

‘‘তবু ইতিহাস মনে রাখবে না আমাদের-

কে আর মনে রাখে নবান্নের দিনে কাটা ধানের গুচ্ছকে?”

খবর--সুকান্ত ভট্টাচার্য, পৃ: ২৫

রোপন

‘‘শোন রে মজুতদার

ফসল ফলানো মাটিতে রোপণ

করব তোকে এবার।”

বোধন-সুকান্ত ভট্টাচার্য, পৃ: ৬০

চালের ব্যাপারী

‘‘ভবের ব্যাপারে তিনি ব্যাপারী,

খরনদীতে তিনি কান্ডারী,

আমরা অধম চালের ব্যাপারী,

দিনে রাতে সই কত লাঞ্ছনা !

ধান যদি ধরে রাখি লোকের গঞ্জনা,

মাল ছেড়ে দিলে হয় ক্ষতির যন্ত্রনা,”

গৃহস্ত বিলাপ-সমর সেন, পৃ: ৬৭

মাল ধরে রাখা

‘‘ভবের ব্যাপারে তিনি ব্যাপারী,

খরনদীতে তিনি কান্ডারী,

আমরা অধম চালের ব্যাপারী,
দিনে রাতে সই কত লাঞ্ছনা !
ধান যদি ধরে রাখি লোকের গঞ্জনা,
মাল ছেড়ে দিলে হয় ক্ষতির যন্ত্রনা,”

গৃহস্ত বিলাপ-সমর সেন, পৃ: ৬৭

মাল ছাড়া

‘‘ভবের ব্যাপারে তিনি ব্যাপারী,
খরনদীতে তিনি কান্ডারী,
আমরা অধম চালের ব্যাপারী,
দিনে রাতে সই কত লাঞ্ছনা !
ধান যদি ধরে রাখি লোকের গঞ্জনা,
মাল ছেড়ে দিলে হয় ক্ষতির যন্ত্রনা,”

গৃহস্ত বিলাপ-সমর সেন, পৃ: ৬৭

উঠোন

‘‘এই ভালো, এই ঘর; অমল প্রলেপে পরিপাটি
নিকনো উঠোনটুকু, শাদা ফুল, শান্ত তরুবীথি”

স্বদেশ-কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, পৃ: ৭৮

চ ট

‘‘যখন ভোঁ বাজতেই
মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র
একটি ক’রে ইস্তাহারের জন্যে
উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিল
যখন তোমাকে আর দেখা গেল না----”

সুন্দর-সুভাস মুখোপাধ্যায়, পৃ: ৮৬

বীজ বোনা

‘‘ ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে--
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।’’

ওরা কাজ করে--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ: ৩০

ঝাঁকা

‘‘কাঁদিয়া কহিল বুড়া---
‘তুমি মোর বাপ খুড়া,
ঝাঁকাটায় হাত যদি দাও,
বারেক নামায়ে বোঝা
মাজাটা করিব সোজা,
ডাব তুমি নাও বা না নাও’।’’

কচি ডাব--যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পৃ: ৩৪

বাস্তু ভিটে

‘‘হই না নির্বাসিত কেরানি।
বাস্তুভিটে পৃথিবীটার সাধারণ অস্তিত্ব।’’

বড়ো বাবুর কাছে নিবেদন--অমিয় চক্রবর্তী, পৃ: ৪৮

ধানের মড়াই

‘‘থার্ড ক্লাসের ট্রেনে যেতে জানলায় চাওয়া,

ধানের মাড়াই, কলাগাছ, কুকুর, খিড়কি-পথ ঘাসে ছাওয়া।”

বড়ো বাবুর কাছে নিবেদন--অমিয় চক্রবর্তী, পৃ: ৪৮

খড়কুটো

‘‘ হে সূর্য, তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে,
এক-টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই!”

প্রার্থী--সুকান্ত ভট্টাচার্য, পৃ: ২৭-২৮

ধান কাটা

‘‘যেমন প্রতিক্ষা ক’রে থাকে কৃষকদের চঞ্চল চোখ,
ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।”

প্রার্থী--সুকান্ত ভট্টাচার্য, পৃ: ২৭

মজুর

‘‘মজুর দেখ নি তুমি? হে কলম, দেখ নি বেকার?
বিদ্রোহ দেখনি তুমি? রক্তে কিছু পাও নি শেখার?”

কলম--সুকান্ত ভট্টাচার্য, পৃ: ৩২

মজুতদার

‘‘ শোন্ রে মালিক, শোন্ রে মজুতদার !
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়--
হিসাব কি দিবি তার?”

বোধন--সুকান্ত ভট্টাচার্য, পৃ: ৬০

কাস্তে

‘‘ কাস্তে দাও আমার এ হাতে
সোনালী সমুদ্র সামনে, ঝাঁপ দেব তাতে।”

ফসলের ডাক: ১৩৫১ --সুকান্ত ভট্টাচার্য, পৃ: ৬৫

পৌষ পার্বণ

‘‘ এই হেমন্তে কাটা হবে ধান,
আবার শূন্য গোলায় ডাকবে ফসলের বান--
পৌষপার্বণে প্রাণ-কোলাহলে ভরবে গ্রামের নীরব শ্মশান।”

এই নবান্নে--সুকান্ত ভট্টাচার্য, পৃ: ৬৮

বীজ বোনা

‘‘ তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে যেখানে বীজ বোনা হল,
সেই ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে যেখানে শস্য হয়েছে সঞ্চিত,”

শিশুতীর্থ-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-পৃ: ৯৮

মুড়িয়ে

‘‘ যেমন ভাঙা বেড়ার ধারে আগাছা--
মালির যত্ন নেই,
আছে আলোক বাতাস বৃষ্টি
পোকামাকড় ধুলোবালি--
কখনো ছাগল দেয় মুড়িয়ে,
কখনো মাড়িয়ে দেয় গোরুতে--”

ছেলেটা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-পৃ: ১০১

ডাঁটা

কখনো ছাগল দেয় মুড়িয়ে,
কখনো মাড়িয়ে দেয় গোরুতে--
তবু মরতে চায় না, শক্ত হয়ে ওঠে,
ডাঁটা হয় মোটা
পাতা হয় চিকন সবুজ।

ছেলেট--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-পৃ: ১০১

ডগা

''বড়ো বড়ো বাঁশ পুতে জাল পেতেছে জেলে,
বাঁশের ডগায় বসে আছে মাছরাঙা,
পাতিহাঁস ডুবে ডুবে গুগলি তোলে।''

ছেলেটা--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ১০২

ঝুড়ি

''বক্সিদের খোঁড়া ছেলে তো ঠেঙিয়ে ঠঙিয়ে ফল পাড়ে,
ঝুড়ি ভরে নিয়ে যায়,
গাছের ডাল যায় ভেঙে, ফল যায় দ'লে--
লজ্জা করে না?''

ছেলেটা--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ১০৩

খোঁটা

''ভয় নেই ঘৃনা নেই ওর দেহটাতে।
কোলাব্যাঙ তুলে ধরে খপ করে,
বাগানে আছে খোঁটা পোঁতার গর্ত,

তার মধ্যে সেটা পোষে--
পোকামাকড় দেয় খেতে।”

ছেলেটা--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-পৃ: ১০৩

খেতের বেড়া

‘‘আর, সেই সঙ্গেই কোন্ কার্যকারণের যোগে
শাসনকর্তদের শসাখেতের বেড়া গিয়েছিল ভেঙে।”

ছেলেটা--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-পৃ: ১০৪

ভাঁড়

‘‘তার বাঁধা গোরুর দড়ি দেয় কেটে,
তার ভাঁড় রাখে লুকিয়ে,
খয়েরের রঙ লাগিয়ে দেয় তার কাপড়ে।”

ছেলেটা--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-পৃ: ১০৫

বীজক্ষেত

‘‘কিংবা যারা পৃথিবীর বীজখেতে আসিতেছে চ’লে
জন্ম দেবে--জন্ম দেবে বলে;
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি?”

বোধ--জীবনানন্দ দাশ, পৃ: ১৯

হাল

‘‘যত নবী ছিল মেষের রাখাল, তারাও ধরিল হাল,
তারাই আনিল অমর বাণী--যা আছে, রবে চিরকাল
দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নিতি ভিখারী ও ভিখারিনী।”

মানুষ--কাজী নজরুল ইসলাম, পৃ: ১১৭

নবান্ন

‘‘মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকি,
নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা :
পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি ;
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা।।’’

শাশ্বতী--সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ: ১২৪

শাবল

‘‘আসো যদি তবে শাবল হাতুড়ি
আনো ভাঙবার যন্ত্র,
নতুন চাষের মন্ত্র।’’

অন্নদাতা--অমিয় চক্রবর্তী, পৃ: ১৩০

কাস্তে

‘‘দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই! চেয়ে দেখ বন্ধু!
কাস্তেটা রেখেছো কি শানায়ে
এ-মাটির কাস্তেটা, বন্ধু।’’

কাস্তে--দিনেশ দাস, পৃ: ১৬৩

শস্য

‘‘তারার আলোতে ভেসে গেছে স্রোতে
গানের প্রাণের হিজিবিজি খাতা।
আজ মাঝরাতে নেই বিছানাতে
ঘুমের মাঠের সবুজ শস্য।’’

জন্মদিন--অরুণকুমার সরকার, পৃ: ১৭৩

পানবরজ

''নলবনের ধার দিয়ে
পানবরজের পাশ দিয়ে
গঞ্জের স্টীমারের আলো--''

পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে--রাম বসু, পৃ: ১৭৮

জাল বোনা

''এ তুমি কী করলে! যদি হাসিখুশি দিয়ে বোনো জাল,
আমি তাতে স্বেচ্ছাবন্দী হই। খেলা কয়েক মিনিট,
তার পরে কে বা কার! তুমি দেখি বাধিয়েছো গিঁট!''

এ তুমি কী করলে--রাজলক্ষ্মী দেবী, পৃ: ১৮৩

আগাছা

''ধান করো, ধান হবে ,ধূলোর সংসারে এই মাটি
তাতে যে যেমন ইচ্ছা খাটি
বসে যদি থাকো তবু আগাছায় ধরে বিন্দু ফুল..।''

মাটি--অমিয় চক্রবর্তী, পৃ: ১৭

আওতা

''তাকিয়ে দেখলে বাড়ির আওতায়
কোনো ফাঁকা জমি আছে কি না--''

বাড়ি-অচিন্ত্যকুমা র সেনগুপ্ত, পৃ: ২৬

উর্বর

''দিগন্ত-বিস্তৃত স্বপ্ন সমতল উর্বর ক্ষেতের আছে বটে,''

ভৌগলিক-প্রেমেন্দ্র মিত্র, পৃ: ২৯

চষে

''যারা মধ্যরাত্রে অগাধ নীলিমা চষে নিরীহ ঘুম ভাঙায়,
জেলেদের মতো তাজা মাছ তোলে ডাঙায়,...''

মধুবংশীর গলি -জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র,পৃ: ৫৩

ধানের দুধ

''দেখেছি তোমার নামে সবার প্রথমে
শ্রাবণে ধানের শিষে দুধটুকু জমে,
তোমারি তো নামে
বৈশাখে আখের খেতে যত মধু নামে।''

প্রণমি-- দিনেশ দাস, পৃ: ৬২

ভিটে

''বাঙলার ঘরে ঘরে গুপ্তচর এ জিজ্ঞাসা;
এত সবুজ বাসা! ভিটে ভাঙার পালা কি এল এবার?''

নষ্টনীড়--সমর সেন, পৃ: ৬৪

নিকানো

''এই ভালো, এই ঘর; অমল প্রলেপে পরিপাটি
নিকানো উঠোনটুকু, শাদা ফুল, শান্ত তরুবীথি''

স্বদেশ--কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, পৃ: ৭৮

খামার

''খবরের কাগজে সবাই
পরবর্তী ইতিহাস জেনেছে, হাজার
চাষির খামারে ওঠে তেভাগার উপদ্রুত সাড়া।''

ইয়াসিন মিয়া-মণীন্দ্র রায়, পৃ: ৮০

ফেঁসো

''যখন ভোঁ বাজতেই
মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র

একটি ক'রে ইস্তাহারের জন্যে
উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিল
যখন তোমাকে আর দেখা গেল না----"

সুন্দর--সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পৃ: ৮৬

বাদাবনে

"আমি বেশ আছি
নিজেকে টেনে নিয়ে যাইনি বাদাবনে
মৃত্তিকা সম্পৃক্ত আজো
কলিজা ফেটে রক্ত বেরুলেও আনন্দে থাকি
ইঁদুরেরা দৌড়চ্ছে দৌড়োক
কাল অবগাহনের আশায় দূর সমূদ্রে যাবো।"

অবগাহনের আশায়--রানা চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ২০০

খুদ

"রাজার ভাঁড়ার থেকে এক মুঠো খুদ খেতে
পায় না চড়াই।"

হে স্তন্যদায়িনী--পূর্ণেন্দু পত্রী, পৃ: ১৩১

লাঙলের বাঁট

"ফসলে ও যন্ত্রে, পাখি, নদীর কাকলি নিয়ে
গোটা মানুষের ছবি ফুটে ওঠা চাই
আমার তো চলে গেল ত্রস্ত দিন লাঙলের বাঁটে হাত রেখে..."

বর্ণপরিচয়--তরুণ সান্যাল, পৃ: ১৩৩

গাদা

"অজানা সময়
মাঠ ভর্তি খড়ের গাদা

চাঁদ লাফিয়ে পার হচ্ছে বিদ্যুতের তার
এখন রেল গাড়ি চলে না”

রাতের দৃষ্টিহীন বৃষ্টি--গোলাম রসুল, পৃ: ২৪

আতাড়ি-পাতাড়ি শাক

‘‘ আতাড়ি-পাতাড়ি শাক খেত ডুবে যাচ্ছে ভাঙনে
দেবত্বে মানত আদায় করে ফিরে আসছে যে সুখী নারী ঢাকনার ভেতরে গভীর হচ্ছে তার দুটি স্তন”

গভীর মেঘ আর মানবিকতা--গোলাম রসুল, পৃ: ৩৮

অনাবাদী জমি

‘‘ ক্যালভাটের গলি দিয়ে ওপারে দেখা যাচ্ছে নাবাল বিল
পাতাল যেখানে ভেসে উঠে আলিঙ্গন করছে অনাবাদী জমির সাথে ”

শুকনো কাঠের মুখ--গোলাম রসুল, পৃ: ৫৩

বিচালি

‘‘ আমার গায়ের জ্বর এখন শতাধিক তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে
অদূরে খামারের খড়ের গাদা থেকে বিচালির হাওয়া আসছে”

যে বিস্মৃতিতে আমার পুরোনো মাছগুলো রয়েছে--গোলাম রসুল, পৃ: ৫৯

শস্যদানা

‘‘ এরা বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রেমিক প্রেমিকার দেশের সীমানা মুছিয়ে দিয়ে যায়
উন্মুখ হয়ে শস্যদানারা পুনরায় জন্মাবার চেষ্টা করে
কোনো উপসংহার নেই ”

গোল হয়ে ঘুরছে বৃষ্টির জীবনীপাঠ--গোলাম রসুল, পৃ: ৫৫

নাটকে ব্যবহৃত কৃষি কেন্দ্রিক শব্দ

মাটির দোষ

‘‘থাম কুষ্মাণ্ড। বোঝলা পোলার মা, আমি স্বীকার গেলাম--মাটির দোষ না, বীজেরই দোষ । কিন্তু বাঘের বাচ্চা মেকুর হয় কেমন কইরা , হেইঠা বুঝি না। ’’

চৌর্যানন্দ--তুলসী লাহিড়ী, পৃ: ৮৪

মজুরী পোষানো

‘‘মাইরি পারিনি মশাই। মুজুরী পোষাবে না জানলে কে এত ঝামেলা করে। আজকাল আমাদের অনেকেরই ভুল হচ্ছে! গিলটিতে বাজার ছেয়ে গেছে। সেদিন সিলিক পাঞ্জাবির বহর দেখে পকিটে হাত দিয়ে দেখি আধ পোড়া সিগ্রেট আর দুটো ফুটো পসা। ’’

চৌর্যানন্দ--তুলসী লাহিড়ী, পৃ: ৮৬

খোরাকি

‘‘....তদ্বিরের হ্যাঁপা সামলাতে খোরাকির টাকা কটি ফুটকড়াই হয়ে যাবে। ঐ মা লক্ষ্মীর গলার মালাটি, যেতি হাত দিয়ে নিতে পারিনি---শেষ পর্যন্ত ঐটি বেচতে হবে। ’’

চৌর্যানন্দ--তুলসী লাহিড়ী, পৃ: ৮৬

চু পড়ি

‘‘ঐ যে রে , কোন্ মেছুনীকে নাকি এক রাজকুমারীর বিছানায় শুতে দেওয়া হয়েছিল। নরম গদিতে বেচারীর ঘুম হয় না । শেষ কালে মাঝ রাতে বিছানা থেকে নেমে মাছের চুবড়িটা মাথার কাছে রেখে মেঝেয় শোয়। তবে ঘুম হয়।’’

কোথায় গেল!--কিরণ মৈত্র, পৃ: ১০৭

আগাছা

‘‘ আমরা আগাছার দল।’’

কোথায় গেল!--কিরণ মৈত্র, পৃ: ১১১

ধান সেদ্ধ

‘‘কত মুজরো দিবি বল। তালি আজই গাই! তোর ছেলের অন্নপ্রাশনও হবে --কবির লড়াইও হবে। কি বৌদি , আরে তুমার ধান সেদ্ধ একুন রাখ! হবে নাকি এক পালা? ’’

জননী--মনোরঞ্জন বিশ্বাস, পৃ: ১১৯

মজুরী

‘‘কত মুজরো দিবি বল। তালি আজই গাই! তোর ছেলের অন্নপ্রাশনও হবে --কবির লড়াইও হবে। কি বৌদি , আরে তুমার ধান সেদ্ধ একুন রাখ! হবে নাকি এক পালা? ’’

জননী--মনোরঞ্জন বিশ্বাস,পৃ: ১১৯

হেঁসো

‘‘বুজলি রে পদা , এরে বলে ভাগ্যি ! তুই পাবি চিড়ে মুড়কি-- আর আমি যে শালা এতক্ষুণ ধরে কলা বাগানে হেঁসো হাতে করে সকলের জন্যি পাতা কেটে বেড়ালাম-- তার বেলায় কি? ফক্কা! সেই কতায় বলে না-- যার ছেলের বিয়ে তার পাতে নুন নেই আমার হয়েচে সেই দশা ।

জননী--মনোরঞ্জন বিশ্বাস,পৃ: ১২২

কাঠা

‘‘ আচ্ছা বৌদি-- পরশুদিন দেড় কাঠা ধানের চিড়ে কুটে রাখলাম---আজ তার এট্টাও নেই। ’’

জননী--মনোরঞ্জন বিশ্বাস,পৃ: ১২৪

কুটে

‘‘ আচ্ছা বৌদি--পরশুদিন দেড় কাঠা ধানের চিড়ে কুটে রাখলাম---আজ তার এট্টাও নেই।’’

জননী--মনোরঞ্জন বিশ্বাস,পৃ: ১২৪

জলখাবার

‘‘ মুনষির জন্যি মাঠে জলখাবার পাঠাতি হচ্ছে না? রাখাল কিষাণের নাগচে না? ”

জননী--মনোরঞ্জন বিশ্বাস, পৃ: ১২৪

মুনিষ

‘‘ মুনষির জন্যি মাঠে জলখাবার পাঠাতি হচ্ছে না? রাখাল কিষাণের নাগচে না?”

জননী--মনোরঞ্জন বিশ্বাস, পৃ: ১২৪

ধামা

‘‘ ক’শ লোকের নেমতন্ন হয়েচে-- যে ধামা ধামা চিড়ে মুড়ি গুছিয়ে রাখতি হবে? ”

জননী--মনোরঞ্জন বিশ্বাস, পৃ: ১২৫

খোঁটা

‘‘তাদের আদর আপ্যায়ন হবে না , যত্নআত্তি হবে না--আামার কি ? আমি নায় দু’টো খোঁটা খাব--কিন্তু তুমাদের মুক যে চেরকালের মতন নুকিয়ে যাবে। ”

জননী--মনোরঞ্জন বিশ্বাস, পৃ: ১২৫

গোলা

‘‘না-- বলব না ! রাশ রাশ ধান সেদ্ধ-- ঘড়া ঘড়া চিড়ে মুড়ি তোয়ের, কোন ভূতির বাবার ছিরাদ্দোয় নাগবে শুনি? বড়ো স্বগ্‌গে বাতি দিতি নাগবে ! গোলায় থাকলি যে ক’মাস হেসে খেলে চলে যেত। ভাগ্নের অন্নপ্রাশন হচ্চে না-- ছিরাদ্দোর পিন্ডি চট্‌কানো হচ্চে।”

জননী--মনোরঞ্জন বিশ্বাস, পৃ: ১২৫

ভাগ

‘‘একজুনার কতা না--পদারে বললি, শম্ভুরি বলতি হয়, কালোরে বলতি হয়, ভীমেরে বলতি হয়, অত সামাল দোব কি করে? পেয়েলাম তো ভাগে মাত্তর ক’ বিশ ধান--তার সবই যদি একুনি খরচ হয়ে যায়--”

জননী--মনোরঞ্জন বিশ্বাস, পৃ: ১২৮

খামার

‘‘ ...এমন মনিষ্যির হাতে তুমরা আমারে দিলে, যার জমি নেই , জিরেট নেই, ক্ষেত নেই , খামার নেই...গতর খাটাবার জন্যি যারে পরের দোরে ঝেঁট দিয়ে দিয়ে বেড়াতি হয়। এই মনিষ্যির হাতে পড়ে আমার সুখ গেল, শান্তি গেল, এমন কপাল করে এয়েলাম সুংসারে যে , দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জন্যি গঞ্জনা শুনতি হয়। পরের মুখির দিকি চেয়ে বসে থাকতি হয়।

জননী--মনোরঞ্জন বিশ্বাস, পৃ: ১৩০

ফেসো

‘‘(টিন নামিয়ে রাখে) বেশ করিচি ! চড়িয়ে গাল ফেসো করে দোব না হারামজাদী। আবার মুকি মুকি জবাব ! ’’

জননী--মনোরঞ্জন বিশ্বাস, পৃ: ১৩২

গরু খোঁজা

‘‘এই যে রথীন বাবু ! দুদিন ধরে আপনাকে গরু খোঁজা খুঁজছি মশায়। (চেয়ারে বসে) ’’

জীবন যৌবন--অমর গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ১৭০

রোজ খাটা

‘‘এর তার ক্ষেতে রুজ খাটছে।’’

ঘরে ফেরা--স্বপন দাস, পৃ: ২৮৯

রুজ (মজুরী)

‘‘তুমিও তো বলেছিলে, তোমার বিশ টেকা রুজ। মাস গেলে ছয়সো টেকা রুজগার। কুতায় ? পরে জানতি পারলাম- তোমার পনেরো টেকা রুজ, মাস গেলে চারশো টেকা রুজগার। ’’

ঘরে ফেরা--স্বপন দাস, পৃ: ২৮০

দিন মজুর

‘‘একবছর পর থেকে সারা উঠোন কুরকুর কুরকুর করে ঘুইরে বেড়াবে। আমারে বাপ বলবে। তোরে মা বলবে। ওরে আমি আমার মতো দিন মজুর করবো নারে কুসুম। ছেলে আমার আপিসে কাজ করবে।’’

ঘরে ফেরা--স্বপন দাস,পৃ: ২৮১

ঝাড়ের বাঁশ

‘‘ঝাড়ের বাঁশ। কোনডা মোডা আর কোনডা সরু এই যা তফাৎ। ঝাড় উপড়াতে পারবা না?’’

ঘরে ফেরা--স্বপন দাস,পৃ: ২৯১

পেটভাতায়

‘‘যারা পেটভাতায় চাক্‌রি করে, তারাও আমারদিগের অপেক্ষা সুখী।’’

নীলদর্পণ-প্রথম অঙ্ক-প্রথম গর্ভাঙ্ক-দীনবন্ধু মিত্র, পৃ: ৫৫

হাঁড়ি সিকেয় ওঠা

‘‘দেড়খানা লাঙলে নয় বিঘা নীল দিতে হলে, হাঁড়ি সিকেয় উঠ্‌বে।’’

নীলদর্পণ-প্রথম অঙ্ক-প্রথম গর্ভাঙ্ক--দীনবন্ধু মিত্র, পৃ: ৫৬

সিকে

‘‘দেড়খানা লাঙলে নয় বিঘা নীল দিতে হলে, হাঁড়ি সিকেয় উঠ্‌বে।’’

নীলদর্পণ-প্রথম অঙ্ক-প্রথম গর্ভাঙ্ক--দীনবন্ধু মিত্র, পৃ: ৫৬

ধানি জমি

‘‘আর সাহেব বেটা বলেছে, যদি পূর্ব মাঠের ধানি জমি কয়খানায় নীল না বুনি, তবে নবীন মাধবকে

সাত কুটির জল খাওয়াইবে।”

নীলদর্পণ-প্রথম অঙ্ক-প্রথম গর্ভাঙ্ক--দীনবন্ধু মিত্র, পৃ: ৫৫

নোনা জমি

‘‘ আর যে দুই এক বিঘা নোনা ফেনা আছে, তাতে তো ফলন নাই, আর নীলের জমিতে লাঙল থাকবে, তা কারকিতী বা কখন করবো।”

নীলদর্পণ-প্রথম অঙ্ক-দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক--দীনবন্ধু মিত্র, পৃ: ৫৭

ভাত শুকিয়ে চাল

‘‘ মাঠাকুরুণ যে বক্‌তি লেগেচে, কত বেলা হলো আপনারা নাবাখাবা করবেন না? ভাত শুকয়ে চাল হইয়ে গেল।”

নীলদর্পণ-প্রথম অঙ্ক-প্রথম গর্ভাঙ্ক--দিনবন্ধু মিত্র, পৃ: ৫৬

সাঁপোলতলা (মাঠের নাম)

‘‘ দাদা আমিন শালা সাঁপোলতলার জমিতি দাগ মেরেচে। খাব কি, বচ্ছোর যাবে কেমন করে।”

নীলদর্পণ-প্রথম অঙ্ক-দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক--দীনবন্ধু মিত্র, পৃ: ৫৬-৫৭

মেন্দার

‘‘ (স্বগত) হা ভগবান! শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল! (প্রকাশ্যে) হুজুর, যে ৯ বিঘা নীলের জন্য চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা কুটির লাঙ্গল, গোরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্য লইতে পারি।”

নীলদর্পণ-প্রথম অঙ্ক-তৃতীয় গর্ভাঙ্ক--দীনবন্ধু মিত্র, পৃ: ৬১

কারকিত করা

‘‘ ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয়, তার চার গুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে, সুতরাং যদিও ৯ বিঘা আমার চাস দিতে হয়, তবে বাকী ১১ বিঘাই পড়ে থাকবে, তা আবার নূতন জমি আবাদ করবো।”

নীলদর্পণ-প্রথম অঙ্ক-তৃতীয় গর্ভাঙ্ক--দীনবন্ধু মিত্র, পৃ: ৬১

ভাতারমারির মাঠ (মাঠের নাম)

‘‘ উঃ কি বল্‌বো, সমিন্দির অ্যাকবার ভাতারমারির মাটে পাই, এমন থাপ্পোর ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়্‌য়ে দেই, ওর গ্যাড্‌ম্যাড করা হের ভেতর দে বার করি।’’

নীলদর্পণ-দ্বিতীয় অঙ্ক-প্রথম গর্ভাঙ্ক--দীনবন্ধু মিত্র, পৃ: ৬৯

জোন খাটা

‘‘ মুই টিকিরি---জোন খাটে খাই।’’

নীলদর্পণ-দ্বিতীয় অঙ্ক-প্রথম গর্ভাঙ্ক--দীনবন্ধু মিত্র, পৃ: ৬৯

বন্দ

‘‘ মুই দু বচ্ছোর ধরে নাঙ্গল দিয়ে এক বন্দ জমি তোল্লাম, এই বারে যো হয়েলো, তিলির জন্যিই জমিডে রেখেলাম, ...’’

নীলদর্পণ-দ্বিতীয় অঙ্ক-প্রথম গর্ভাঙ্ক--দীনবন্ধু মিত্র, পৃ: ৭১

চট

‘‘ পোড়া কপাল বিবির পোষাকের--চট পর্‌্যে থাকি সেও ভাল তবু য্যান বিবির পোষাক পর্‌তি না হয়।’’

নীলদর্পণ-দ্বিতীয় অঙ্ক-তৃতীয় গর্ভাঙ্ক--দীনবন্ধু মিত্র, পৃ: ৮৭

আতপ চাল

‘‘ ...তিনি যে আতপ চালের ভাত খান, তিনি যে বড় বউমার হাতে নইলে খান না, আহা!’’

নীলদর্পণ-দ্বিতীয় অঙ্ক-চতুর্থ গর্ভাঙ্ক--দীনবন্ধু মিত্র, পৃ: ৯০

খোলান

‘‘(জোয়ানদের প্রতি) তুমরা সকল কামে যাঁইছ, খোলান যেতে হবেক নাই।’’

দেবীগর্জন-প্রথম অঙ্ক-প্রথম দৃশ্য--বিজন ভট্টাচার্য, পৃ: ৮৭

খামারবাড়ি

‘‘ ডানদিকে খামারবাড়ির লাগাও সিঁড়িসমেত ধানের মরাই।’’

দেবীগর্জন-প্রথম অঙ্ক-দ্বিতীয় দৃশ্য--বিজন ভট্টাচার্য, পৃ: ৯১

ধান ঝাড়া

‘‘ মেয়ে কামিনরা এখানে ধান ঝাড়ছে; কুলো করে ধান উড়োচ্ছে গান গাইতে গাইতে।”

দেবীগর্জন-প্রথম অঙ্ক-দ্বিতীয় দৃশ্য--বিজন ভট্টাচার্য, পৃ: ৯১

ধান ওড়ানো

‘‘ মেয়ে কামিনরা এখানে ধান ঝাড়ছে; কুলো করে ধান উড়োচ্ছে গান গাইতে গাইতে।”

দেবীগর্জন-প্রথম অঙ্ক-দ্বিতীয় দৃশ্য--বিজন ভট্টাচার্য, পৃ: ৯১

পালি

‘‘ ভাল্লু সাঁওতাল, দুই মণ বারো পালি।”

দেবীগর্জন-প্রথম অঙ্ক-দ্বিতীয় দৃশ্য--বিজন ভট্টাচার্য, পৃ: ৯৩

ঝাঁপি

‘‘ জমিজোত খুইয়ে সর্দার তার আদি জাত-ব্যবসা--ঝুড়ি-ঝাঁপি-কুলো বোনার কাজে হাত দিয়েছে নিরুপায় হয়ে।”

দেবীগর্জন-দ্বিতীয় অঙ্ক-প্রথম দৃশ্য--বিজন ভট্টাচার্য, পৃ: ১০৯

বাঁশের খেঁটে

‘‘ গিরি পশেই রাখা বাঁশের খেঁটো দিয়ে মংলাকে মারতে আরম্ভ করে। মংলা মাকে জড়িয়ে ধরে নিরস্ত্র করে।”

দেবীগর্জন-দ্বিতীয় অঙ্ক-চতুর্থ দৃশ্য--বিজন ভট্টাচার্য, পৃ: ১২২

খামারবাড়ি

‘‘ ডানদিকে খামারবাড়ির লাগাও সিঁড়িসমেত ধানের মরাই।”

দেবীগর্জন-প্রথম অঙ্ক-দ্বিতীয় দৃশ্য--বিজন ভট্টাচার্য, পৃ: ৯১

ভুঁইচাষী

‘‘ ক্ষেতিজমি ইবার সব খাস করি লিবে।--চাই কী, ঢ্যামনার খালের উপার বেবাক ভুঁইচাষীর জমিন সর্দার নাকি খাস করি লিবে।’’

দেবীগর্জন-দ্বিতীয় অঙ্ক-চতুর্থ দৃশ্য--বিজন ভট্টাচার্য, পৃ: ১২৪

ছোটগল্পে ব্যবহৃত কৃষিজ শব্দ

গোয়ালঘর

‘‘মন্দিরের পাশে যেখানে ঐ গোঁসাইদের গোয়ালঘরের বেড়া দেখিতেছ, ঐখানে একটা বাবলা গাছ ছিলো। তাহারই তলায় সপ্তাহে একদিন করিয়া হাট বসিত।’’

ঘাটের কথা--রবীন্দ্রনাাথ ঠাকুর,পৃ: ১০

কলম করা

‘‘গাছের বীজ বপন, কলম করা, সার দেওয়া, চান্‌কা তৈয়ারি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিমাংশুর মাথায় বিবিধ পরামর্শের উদয় হইত এবং বনমালী অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিত।’’

ব্যবধান--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ: ৩৮

বীজ বপন

‘‘গাছের বীজ বপন, কলম করা, সার দেওয়া, চান্‌কা তৈয়ারি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিমাংশুর মাথায় বিবিধ পরামর্শের উদয় হইত এবং বনমালী অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিত।’’

ব্যবধান--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,পৃ: ৩৮

সার দেওয়া

‘‘গাছের বীজ বপন, কলম করা, সার দেওয়া, চান্‌কা তৈয়ারি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিমাংশুর মাথায় বিবিধ পরামর্শের উদয় হইত এবং বনমালী অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিত।’’

ব্যবধান--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ: ৩৮

ঝাঁপি

‘‘হাতের ছোট ছোট ঝাঁপিগুলি ভরে মহুয়া কুড়িয়ে নিয়েছে, আর খোঁপায় জড়িয়েছে পত্রপল্লবে সমৃদ্ধ একগুচ্ছ নাগকেশরের ফুল। ’’

বীতংস--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ২৭

পাই পয়সা

‘‘ছাত্রের বাবা মহাজন লোক, পাই পয়সা বাজে খরচ করে না। একদিনের মাইনে কেটে নেওয়া বিচিত্র নয়।’’

হাড়--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৩৮

হাসুয়া

‘‘হাতে তাদের তেলপাকানো বাঁশের লাঠি, ক্ষুরের মতো ধারালো চকচকে দীর্ঘ হাসুয়া।’’

নক্র চরিত--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৩৯

ধামা

‘‘---এসব তোর কাজ নয়। ভুঁইমালীর নাম ডুবিয়েছিস তুই। কাল থেকে ঘরে চলে যা, ধামা-কুলো তৈরি করগে বরং। ’’

নক্র চরিত--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৪১

কুলো

‘‘---এসব তোর কাজ নয়। ভুঁইমালীর নাম ডুবিয়েছিস তুই। কাল থেকে ঘরে চলে যা, ধামা-কুলো তৈরি করগে বরং।’’

নক্র চরিত--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৪১

গাড়োয়ান

‘‘গাড়োয়ানটা লাফিয়ে পড়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে পালায়, যাত্রীদের অসহায় কোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে দিগ্‌দিগন্ত।’’

নক্র চরিত--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৪১

আড়ৎ

‘‘গোলাপাড়া হাটের সে জাঁদরেল মহাজন; শুধু সোনাদানা নয়, ধান চালের আড়ৎ, কাটা কাপড়ের ব্যবসা।’’

নক্র চরিত--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৪২

দর

‘‘বারো টাকা দরে কেনা, বর্ষার বাজারে অন্তত চল্লিশে ছাড়া চলবেই।

নক্র চরিত--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৪৭

উজাড়

‘‘এরকম চললে দুমাসে গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে।’’

নক্র চরিত--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৪৯

খুঁটি

‘‘ভাঙা চাল, বাঁশ, খুঁটি, খসে-পড়া দাওয়া। সারা বাড়ি ভরে একটা গুমোট ভাপসা আবহাওয়া---তার মাঝখানে যেন ঘন হয়ে রয়েছে বাসি মড়ার গন্ধ।’’

নক্র চরিত--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৫০

দাওয়া

‘‘ভাঙা চাল, বাঁশ, খুঁটি খসে-পড়া দাওয়া। সারা বাড়ি ভরে একটা গুমোট ভাপসা আবহাওয়া---তার মাঝখানে যেন ঘন হয়ে রয়েছে বাসি মড়ার গন্ধ।’’

নক্র চরিত--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৫০

হাটখোলা

‘‘হাটখোলা পেরিয়ে নিশি কর্মকারের বাড়ি। সামনে ছোট একটা আমের বাগান, ভালো ভালো ফজলী আর ল্যাংড়াই আমের কলম লাগিয়েছে সে।’’

নক্র চরিত--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৫১

কলম

‘‘হাটখোলা পেরিয়ে নিশি কর্মকারের বাড়ি। সামনে ছোট একটা আমের বাগান, ভালো ভালো ফজলী আর ল্যাংড়াই আমের কলম লাগিয়েছে সে।’’

নক্র চরিত--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৫১

মণ

‘‘রূপোর পাহাড় বইকি। মণ প্রতি যদি আটাশ টাকা হয়, তা’হলে আটশো মণে--’’

নক্র চরিত--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৫১

.

আড়তদার

‘‘কাপড়ের আড়তদার সে-- খুচরো পাইকারী সবই চলে। আশপাশের আট- দশখানা হাট তারই কৃপার ওপর নির্ভর করে থাকে; কিন্তু এবার সে অনুগ্রহের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করতে হয়েছে দেবীদাসকে।’’

দু:শাসন--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৫৩

খুচরো

‘‘কাপড়ের আড়তদার সে-- খুচরো পাইকারী সবই চলে। আশপাশের আট- দশখানা হাট তারই কৃপার ওপর নির্ভর করে থাকে; কিন্তু এবার সে অনুগ্রহের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করতে হয়েছে দেবীদাসকে।’’

দু:শাসন--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৫৩

পাইকারী

‘‘কাপড়ের আড়তদার সে-- খুচরো পাইকারী সবই চলে। আশপাশের আট- দশখানা হাট তারই কৃপার ওপর নির্ভর করে থাকে; কিন্তু এবার সে অনুগ্রহের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করতে হয়েছে দেবীদাসকে।’’

দু:শাসন--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৫৩

হাট

‘‘কাপড়ের আড়তদার সে-- খুচরো পাইকারী সবই চলে। আশপাশের আট - দশখানা হাট তারই কৃপার ওপর নির্ভর করে থাকে; কিন্তু এবার সে অনুগ্রহের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করতে হয়েছে দেবীদাসকে।’’

দু:শাসন--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৫৩

হেঁসো

‘‘তারই ভাঙা আলের ওপর দিয়ে একদল কাজ করতে চলেছে-তাদের ধারালো হেঁসোগুলোতে সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠছে।’’

দু:শাসন--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৬০

আল

‘‘তারই ভাঙা আলের ওপর দিয়ে একদল কাজ করতে চলেছে--তাদের ধারালো হেঁসোগুলোতে সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠছে।’’

দু:শাসন--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৬০

মরা জমি

‘‘এতবড় মাঠের ভেতরে বেশীর ভাগই মরা জমি! মাটিতে রাশি রাশি কাঁকর।’’

একটি শত্রুর কাহিনী--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৮৫

খামার

‘‘যাযাবরের দল এসে মরা মাটিকে দখল করেছে--গড়েছে ছোট ছোট ক্ষেত খামার আর নগন্য সব লোকালয়।’’

একটি শত্রুর কাহিনী--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৮৫

পত্তনি

‘‘তাছাড়া মরা মাটি বলেই মানুষের স্রোত মরা নয়। সে স্রোত অবিরাম গতিতে বয়ে চলেছে। তাই

আজ তিনঘর বাসিন্দা বাড়ি ভেঙে উধাও হয়ে গেল তা কালকেই পাঁচঘর নতুন পত্তনি করে বসল।”

একটি শত্রুর কাহিনী--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৮৬

টিলা জমি

‘‘ সমতল টিলা জমির ভেতর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে চলেছে টাট্টু; সে চলা একটানা, থামা আর চলার মাঝামাঝি যে অবস্থাটা সেই বিলম্বিত লয়ে তার যাত্রা।”

একটি শত্রুর কাহিনী--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৮৬

খাজনা

‘‘খাজনার লোভে জমিদার হাত বাড়ালে একদিন এরাও হয়ত অদৃশ্য হয়ে যাবে, কিন্তু নতুনের আসবার বিরাম থাকবে না এবং কাজেও ছেদ পড়বে না কোনদিন।

একটি শত্রুর কাহিনী--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ৮৬

ঝুড়ি

‘‘ সত্যেনের জন্যে আর ফলের ঝুড়ির দরকার নেই, কিন্তু শাশুড়ীর জন্যে আছে।”

দুর্ঘটনা--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ১৫৫

ডোবা

‘‘বাইরের ধানকাটা মাঠ তারার আলোয় বিষন্ন পাণ্ডুর হয়ে পড়ে থাকে --পচা ডোবার জলে জলে আলেয়া।”

ভাঙা চশমা--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ১৬০

আটচালা বাড়ি

‘‘বাগানটা ছাড়িয়ে আসতেই সামনে দেখা দিল খোড়ো একটা আটচালা বাড়ি।”

ভাঙা চশমা--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়,পৃ: ১৬৫

গোবর

‘‘হেডমাস্টার আমার হাত ধরে টেনে তারই ভেতর নিয়ে গেলেন। আমি শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পচা খড় আর গোবরের ভাপ্‌সা গন্ধ নিশ্বাসে নিশ্বাসে টানতে লাগলাম।’’

ভাঙা চশমা--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ১৬৫

গরুর গাড়ি

‘‘তা ছাড়া বিপূলব্যাপ্ত নিঃসঙ্গ পৃথিবী। রাঙা মাটির টিলায় তালবীথির মর্মর। বহু দূরে ধূলোর কুয়াশা বুনে চলা গোরুর গাড়ি। মাঝে মাঝে ভুট্টার ক্ষেত, বোরো ধানের নিচু জমি।’’

বন তুলসী--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ১৬৮

বোরো ধান

‘‘তা ছাড়া বিপুলব্যাপ্ত নিঃসঙ্গ পৃথিবী। রাঙা মাটির টিলায় তালবীথির মর্মর। বহু দূরে ধূলোর কুয়াশা বুনে চলা গোরুর গাড়ি। মাঝে মাঝে ভুট্টার ক্ষেত, বোরো ধানের নিচু জমি।’’

বন তুলসী--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ১৬৮

আল

‘‘ কোমর সমান বিন্নার বন আর ধান-ক্ষেতের আল্‌ ভেঙে মাইল খানেক এগোতেই আকাশ রাঙা করেই সূর্য উঠল।’’

বন তুলসী--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ১৭২

চাটাই

‘‘...অথবা বেদেরা নদীতীরের পতিত মাঠে ছোটো ছোটো চাটাই বাঁধিয়া বাঁখারি ছুলিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত।’’

অতিথি--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ: ২৯৮

বাঁখারি

‘‘...অথবা বেদেরা নদীতীরের পতিত মাঠে ছোটো ছোটো চাটাই বাঁধিয়া বাঁখারি ছুলিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃ পৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত।’’

অতিথি--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ: ২৯৮

চাঙারি

‘‘...অথবা বেদেরা নদীতীরের পতিত মাঠে ছোটো ছোটো চাটাই বাঁধিয়া বাঁখারি ছুলিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত।’’

অতিথি--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ: ২৯৮

বোঁচকা

‘‘সে শুনিয়াছিল, নন্দীগ্রামের জমিদারবাবুরা মহাসমারোহে এক সখের যাত্রা খুলিতেছেন--শুনিয়া সে তাহার ক্ষুদ্র বোঁচকাটি লইয়া নন্দীগ্রামে যাত্রার আয়োজন করিতেছিল , এমন সময় মতিবাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।’’

অতিথি--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ: ২৯৯

গাছ কাটা

‘‘সহায়হরি চাটুজ্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন---একটা বড়ো বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো , তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভালো রস আনি।’’

পুঁই-মাচা--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১০৭

চালের বাতা

‘‘কী ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায়

গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।”

পুঁই-মাচা--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১১০

ডালা

‘‘কী ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।”

পুঁই-মাচা--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১১০

নিকানো

‘‘তাহার কাজের মধ্যে সে আপন ঘরদুয়ারটি পরিষ্কার করিয়া গোবরমাটি দিয়া নিকাইয়া লয়, তাহার পর বাহির হয় ভিক্ষায়।”

ডাইনি--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৪৩

শাক

‘‘গরম জলে সিদ্ধ শাকের মতো শিশুটি ঘর্মাক্ত দেহে ন্যাতাইয়া পড়িয়াছে।”

ডাইনি--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৪৮

ডগা

‘‘বৃদ্ধ দূরে বসিয়া ছেলের দিকে তাকাইয়া রহিল; স্বাস্থ্যবতী যুবতী মায়ের প্রথম সন্তান বোধ হয় , হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ-- কচি লাউ ডগার মতো নরম সরস।”

ডাইনি--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৪৮

গোহাল

‘‘গোহালের মতো একটা পরিত্যক্ত ঘরে লইয়া গিয়া চুয়া চক্‌চকি ঠুকিয়া আলো জ্বালিল।”

চুয়াচন্দন--শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৯৯

তরিতরকারি

‘‘প্রকাণ্ড বাঁধানো বটগাছের তলায় দুজন চাষী কিছু তরিতরকাবি সাজিয়ে বসে আছে, কিন্তু ভেন্ডি -বেগুনের দরটা জিজ্ঞাসা করার কৌতূহলও যেন আজ কারো নেই।’’

ছোটোবকুলপুরের যাত্রী--মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ২১২

চাষাভুষো লোক

‘‘মাঝবয়সী বেঁটে লোকটি মুখ বাঁকিয়ে বলে , চাষাভুষো বাজে লোক, যেতে দাও।’’

ছোটোবকুলপুরের যাত্রী--মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ২১৩

ভাগবাঁটোয়ারা

‘‘ জমি জমা ভাগবাঁটোয়ারার কথা হচ্ছিল। আমার ভাগটা বেচে ফেলব ভাবছি কি না। ’’

দোকানির বউ--মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৪

শাবল

‘‘সহায়হরি একবার বাড়ির পাশে ঘাটের পথের দিকে কী জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন,পরে নিম্নস্বরে বলিলেন--যা শিগ্‌গির শাবলখানা নিয়ে আয় দিকি!’’

পুঁই-মাচা--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১১২

মেটে আলু

‘‘ক্ষেন্তি স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো ষোলো সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন...। ’’

পুঁই-মাচা--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১১৩

নারকেল মালা

‘‘অন্নপূর্ণা বলিলেন--দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি ওই নারকেল মালাটা , ওতে তোর জন্যে একটু রাখি।’’

পুঁই-মাচা--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১১৬

খোলা

‘‘অন্নপূর্ণা বেগুনের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন। ’’

পুঁই-মাচা--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১১৬

তালপাতার চাটাই

‘‘বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়েব উপর উবু হইয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা , তিনি রুটি করিবার জন্য ময়দা চটকাইতেছেন।’’

পুঁই-মাচা--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১১৯

মুচি

‘‘গোলা তৈয়ারি হইয়া গেল ...খোলা আগুনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন...দেখিতে দেখিতে মিঠে আঁচে পিঠে টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিল।’’

পুঁই-মাচা--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১২০

পো

‘‘ঠিক। জনার্দন ঠাকুর পটলডাঙায় কেনে আড়াই সের আলু, আর মেসে এলেই হয়ে যায় ন-পো।’’

বিরিঞ্চিবাবা--রাজশেখর বসু, পৃ: ১২৬

জাবর

‘‘তে-মাথার পাশে দুটি খোলা গোরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে , কাছে মাটিতে শুয়ে জাবর কাটছে একজোড়া শীর্ণ ও শান্ত বলদ।’’

ছোটোবকুলপুরের যাত্রী--মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ২১৪

বেগার খাটা

‘‘বেগার খাটার ফলে গরিব গাড়োয়ানেরা আজ গাড়িই বার করেনি।’’

ছোটোবকুলপুরের যাত্রী--মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ২১৪

গাড়োয়ান

‘‘বেগার খাটার ফলে গরিব গাড়োয়ানেরা আজ গাড়িই বার করেনি।’’

ছোটোবকুলপুরের যাত্রী--মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ২১৪

চালভাজা

‘‘ আজ সেই রোদে দস্তার একটা ‘বুট’ উঠে যাওয়া বাটিতে চালভাজা নিয়ে, অর্ধেক হয়ে যাওয়া কোদালের মত দাঁতে ফেলে, তখন থেকেই কুপিয়ে যাচ্ছিল ভৈরব।’’

ভৈরবী--বিকাশকান্তি মিদ্যা, পৃ: ১১

গোড়ালে বাঁশ

‘‘ সামনে এট্টা মোটা কঞ্চি-আধগোড়ালে বাঁশ বলা-ই চলে--কাক পাখি তাড়ানোর জন্যে;...’’

ভৈরবী--বিকাশকান্তি মিদ্যা, পৃ: ১১

ধান মেলা

‘‘ ...গোচ্চারেক ঢিল--ছুঁড়ে ছুঁড়ে পাখি তাড়ানোর জন্যে; আর এক টুকরো কাঠের তক্তা--ধান মেলে দে’য়ার জন্যে।’’

ভৈরবী--বিকাশকান্তি মিদ্যা, পৃ: ১১

ধান দেওয়া

‘‘ ধান দে’য়ার পর থেকেই দু’টো কাক আর গোচ্চারেক চড়ুই পাখি বিরক্ত করে নিল, বিরক্ত করে নিল রাধের মা’র তিনটে ডাগি হাঁস আর এট্টা হাঁসা।’’

ভৈরবী--বিকাশকান্তি মিদ্যা, পৃ: ১১

উদোম দেওয়া

‘‘বাদার ধান উঠে গ্যাছে, রাধের মার হাঁসেরগুষ্টি তাই উদোম ছাড়া।’’

ভৈরবী--বিকাশকান্তি মিদ্যা, পৃ: ১৪

বর্গা করা

‘‘ এই বিক্রীর সময় অধর মুখাজ্জীর ছেলেরা তাদের বর্গাচাষী পূর্ণচন্দ্রের ছেলেদের থেকে কিছু টাকার বিনিময়ে বর্গাজমি অন্যকে বিক্রীর সম্মতি আদায় করে নেয়।’’

ভৈরবী--বিকাশকান্তি মিদ্যা, পৃ: ১৫

ধান হয়ে যাওয়া

‘‘ বিকেল নাগাদ রোদ আর মেঘ ক’রে ধানগুলো হয়ে যায়। ’’

ভৈরবী--বিকাশকান্তি মিদ্যা, পৃ: ১৮

লোকের চালে পুঁইশাক (প্রবাদ)

‘‘ --দূর তোর শালা লোক, লোকের চালে কি আমার পুঁইশাক নাকি?’’

ভৈরবী--বিকাশকান্তি মিদ্যা, পৃ: ১৯

মিলের চাল

‘‘ আর শালা ভাগ্‌গো, বাড়ি ভত্তি কুটুম্ব-সাক্ষেত, সকালে দু-পালি মিলের চাল এনেচে, কাল দুপুর পজন্ত কোনো ভাবে চলবে,...’’

শেষ ঘাঁটি--বিকাশকান্তি মিদ্যা, পৃ: ২২

খানা

‘‘পিছনে সারি সারি আধগাড়ালে তালগাছ, তার ওপারে পুকুর, সামনে খানা, খানার নীচে ধানক্ষেত।’’

শেষ ঘাঁটি--বিকাশকান্তি মিদ্যা, পৃ: ২৫

জোয়াল

‘‘ মেয়ে-মান্‌ষির সঙ্‌নে জুড়ি দ্যাও, কাঁদে শালাদের জোল পড়ুক, ছোঁক ছোঁকানি মরুক, তারপর পোঁদে মারো নাতি।’’

দানাব্যাপারীর দিন-রাত--বিকাশকান্তি মিদ্যা, পৃ: ৩৬

শতক

‘‘ সরু খালের উত্তরে, ঠিক খড়মপাড়া-সোজা সরকারি খাসজমিতে অবিনাশ সর্দারের তিন শতকের বেগুন-ক্ষেত। বেগুন-ক্ষেতের চারপাশে ধনে শাক দেওয়া।’’

উত্তরাধিকারী--বিকাশকান্তি মিদ্যা, পৃ: ৪২

যেমন কলা তেমন রইল, পোঁদ দে’ পরাণ বেরিয়ে গেল (প্রবাদ)

‘‘ কিন্তু ‘যেমন কলা তেমন রইল, পোঁদ দে’ পরাণ বেরিয়ে গেল’ --ভোলা আজ একটু ‘স্যাবোটাজ’ করল, আর অবিনাশের অঙ্কে একটা গোলমাল থেকে গেলেও সে বুঝল না ব্যাপারটা।’’

উত্তরাধিকারী--বিকাশকান্তি মিদ্যা, পৃ: ৪৩

ধেনো হাট

‘‘ খান্‌কিপাড়ার দিকটাতে ধেনোহাটা, আর মণিকান্ত টকীজের পাশটাতে চালহাটা।’’

রাক্ষুসে কোরঙ্গা--বিকাশকান্তি মিদ্যা, পৃ: ৬৪

চাল হাট

‘‘ খান্‌কিপাড়ার দিকটাতে ধেনোহাটা, আর মণিকান্ত টকীজের পাশটাতে চালহাটা।’’

রাক্ষুসে কোরঙ্গা--বিকাশকান্তি মিদ্যা, পৃ: ৬৪

বাঁক

‘‘অয়েদ পুকুরের পাড় থেকে নামে চালের বস্তা আলগোছে নিয়ে, ধীরে ওঠে বাঁকে রসের কলসি নিয়ে।’’

জাত-শিল্পী--বিকাশকান্তি মিদ্যা, পৃ: ৭০

উপন্যাসে ব্যবহৃত কৃষিজ শব্দ

জলখাবার

‘‘নিত্য- রুটিনের ছক অনুযায়ী সে, ঘড়ির কাঁটার দশটা ঘরে পৌঁছালে, রুটি-তরকারির জলখাবার নিয়ে একতালার সিঁড়ি ভেঙে বীতশোকের ঘরে এসে দ্যাখে, বড়ো-জ্যাঠা ধ্যানে বসে আছেন।’’

সহবাস পরবাস--সোহারাব হোসেন, পৃ: ৯

সাঁকো

‘‘---বেশ বললে তো।---সাংসদ এবার একটু জোরে হাসেন---বলি বুদ্ধ যে সাঁকোতে চড়ে এই গুপ্তিমন্ত্র পেয়েছিলেন সেটা কি তোমার এই বল্লুকা নদীতেই ছিলো নাকি?’’

সহবাস পরবাস--সোহারাব হোসেন, পৃ: ১৫

ডিপ টিউব ওয়েল

‘‘এরা আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের সুবিধা দিতে পঞ্চায়েতের পাঁচ গ্রামে পাঁচটা ডিপ-টিউব ওয়েল বসিয়ে আসর জমায় তো ওরা দু’গ্রামের প্রত্যন্ত দু’টো পাড়ায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়ে টেক্কা মেরে দেয়।’’

সহবাস পরবাস--সোহারাব হোসেন, পৃ: ৩৮

গাভীন

‘‘তবু আজ এই গাভীন চাঁদের রাত্রে, একটার-পর-একটা সিঁড়ি ভেঙে- ভেঙে মনীষা তে-তলার ছাদে বিয়াসের পাশে বসলো।’’

সহবাস পরবাস--সোহারাব হোসেন, পৃ: ৭৪

ভাগাড়

‘‘ যা ভাগাড়ে যা, বুড়োথাড়া দু-একটা জুটেও যেতে পারে।”

সহবাস পরবাস--সোহারাব হোসেন, পৃ: ৮২

গা ধুইয়ে

‘‘বরং দুরন্ত কিশোরের ছটফটানিকে হার-মানানো তৎপরতায় দোকানদারকে উদ্দেশ্য করে আনন্দ প্রকাশ করেছিল---‘দে গরুর গা ধুইয়ে ! দাও দাদা আরো একক্ষেপ চা দাও !’---তারপর চূর্ণির দিকে খেলিয়ে দিয়েছিল আনন্দের তরঙ্গমালা---”

সঙ্গ বিসঙ্গ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ৩৭

বিঘে

‘‘---মানে পঞ্চু সেই যাত্রাদলের লোকটাকে নকল জুড়িদার সাজিয়ে ফের বিঘে বিঘে জমি পাচ্ছে?”

সঙ্গ বিসঙ্গ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ৪২

. বিল

‘‘হেকমত জেলে সারা বছর পাতা-তামাকের কুলো কোলে নিয়ে যেমন বসত তেমনই সময় অসময়ের ফারাক না বুঝে যখন-তখন বিল-বাওড়ে বেরিয়ে পড়ত খেপলা জাল নিয়ে।”

মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ২০৬

কুলো

‘‘হেকমত জেলে সারা বছর পাতা-তামাকের কুলো কোলে নিয়ে যেমন বসত তেমনই সময় অসময়ের ফারাক না বুঝে যখন-তখন বিল-বাওড়ে বেরিয়ে পড়ত খেপলা জাল নিয়ে।”

মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ২০৬

খ্যাপলা জাল

‘‘হেকমত জেলে সারা বছর পাতা-তামাকের কুলো কোলে নিয়ে যেমন বসত তেমনই সময় অসময়ের ফারাক না বুঝে যখন-তখন বিল-বাওড়ে বেরিয়ে পড়ত খেপলা জাল নিয়ে।”

মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ২০৬

খোঁটা

''দোড়গে এসে জড়গে ধরে করে টানাটানি
মধ্যিখানে মারে খোঁটা ভেতরে পড়ে পানি।''

মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ১৯১

চাষ দেওয়া

''জমিতি নাঙোল দোবাডাই শেষ কতা। জমিতি ঝে ঝতডা চাষ দিতি পারবে তার গোলা ততডা ভরবে।''

মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ৪৮

চষা

''কেয়ামত ভাই খুব ভালো নাঙোল চষতি পারে বোলিই ওর মাথায় লাঠি পড়েছে।''

মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ৪৮

লাঙল

''কেয়ামত ভাই খুব ভালো নাঙোল চষতি পারে বোলিই ওর মাথায় লাঠি পড়েছে।''

মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ৪৮

গোলা

''''জমিতি নাঙোল দোবাডাই শেষ কতা। জমিতি ঝে ঝতডা চাষ দিতি পারবে তার গোলা ততডা ভরবে।''

মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ৪৮

খ্যাত

''শোনো তোমরা, আমারগা পশ্চিম খামারে যে তেউড়ে খ্যাত আছে , সেই খ্যাতে লেকজানরা কজন ভরা দুপরে তেউড়ে খাতি আসে।''

মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ:- ৭২

পোতা

‘‘তারপর যুগিপোতার মাঠে শুরু হয়েছিল ভূতের নাচন।’’

মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ৯

খ্যাপন

‘‘নূরবুড়ির মতে , খাদেম-জেলে জালের খ্যাপন করত যেন এক-একটা এক বিঘে জমির ঘের। বিলের হাজারটা মাছ যেন সেজদা দিতে আসত খাদেম-জেলের পায়ে।’’

মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ২০

চারচালা ঘর

‘‘বালক কেয়ামত মাছ খোঁজার কথায় উতলা হত। তাদের চারচালা ঘরের সর্বত্র আঁতিপাঁতি করে খুঁজত। ঘর-দোর,মাচার তলা , চালের বাতা, দেয়ালের মাথা, আঁটালির ওপর---সব জায়গা খুঁজে এসে বলত--।’’

মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ২৩

মাচার তলা

‘‘বালক কেয়ামত মাছ খোঁজার কথায় উতলা হত। তাদের চারচালা ঘরের সর্বত্র আঁতিপাঁতি করে খুঁজত। ঘর-দোর,মাচার তলা , চালের বাতা, দেয়ালের মাথা, আঁটালির ওপর---সব জায়গা খুঁজে এসে বলত--।’’

মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ২৩

চালের বাতা

‘‘বালক কেয়ামত মাছ খোঁজার কথায় উতলা হত। তাদের চারচালা ঘরের সর্বত্র আঁতিপাঁতি করে খুঁজত। ঘর-দোর,মাচার তলা , চালের বাতা, দেয়ালের মাথা, আঁটালির ওপর---সব জায়গা খুঁজে এসে বলত--।’’

মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ২৩

আঁটালির উপর

‘‘বালক কেয়ামত মাছ খোঁজার কথায় উতলা হত। তাদের চারচালা ঘরের সর্বত্র আঁতিপাঁতি করে খুঁজত। ঘর-দোর,মাচার তলা , চালের বাতা, দেয়ালের মাথা, আঁটালির ওপর---সব জায়গা খুঁজে এসে বলত--।’’

মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ২৩

ভাগ চাষ

‘‘মাছ চাষে তমিজদ্দিন মিয়া একা অংশী। কিন্তু বর্ষাকাল এলে তাবৎ দু’হাজার বিঘে জমি ভাগে-ঠিকে ধান চাষের জন্য ছেড়ে দেয়।’’ মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ৪

ঠিকে চাষ

‘‘মাছ চাষে তমিজদ্দিন মিয়া একা অংশী। কিন্তু বর্ষাকাল এলে তাবৎ দু’হাজার বিঘে জমি ভাগে-ঠিকে ধান চাষের জন্য ছেড়ে দেয়।’’

মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ২৪

দালান-কোঠা

‘‘উত্তরবিলের আয়েই তমিজউদ্দিন মিয়ার দালান-কোঠা একতলা থেকে তিনতলা হয়েছে, তলায় তলায় ঝাঁ চকচকে মোজাইক পাথর বসেছে, দেয়ালে দেয়ালে আয়নার মতো স্বচ্ছ রং চড়েছে ।’’

মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ২৫

ঘোঘ

‘‘যে সপ জায়গায় আমারগা নিশ্চিন্দি ঘাঁটি সে সপ জায়গায় ঘোঘা করতি ওরা কিন্তুক সোমায় লেবে না।’’

মহারণ--সোহারাব হোসেন, পৃ: ১৪৭

তুষ

‘‘ভূতনাথ এত বোঝে না, সে বক্তাকে এক কথায় নাকচ করিয়া দিল--যা-যা-যাঃ ! কিসে আর কিসে--ধানে আর তুষে।’’

কবি--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৭

খোসা

‘‘---আরে তুষ হ’লেও তো ধানের খোসা বটে। চটলে চলবে কেন?’’

কবি--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৭

গুঁড়া হলুদ

‘‘আকাশে পাতলা মেঘের আভাস রহিয়াছে, কুয়াসার মত পাতলা মেঘের আবরণ। তাহার আড়ালে চাঁদের রঙ ঠিক গুঁড়া হলুদের মত হইয়া উঠিয়াছে।’’

কবি--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৮১

খড়ের ঘর

‘‘একপাশে খানিকটা দূরে জুয়ার আসর। তাহারই পর চতুষ্কোণ আকারের একটা খোলা জায়গায় সারি সারি খড়ের ঘর বাঁধিয়া বেশ্যাপল্লী বসিয়া গিয়াছে।’’

কবি--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ:৮৪

দূর্বা ঘাস

‘‘আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল--দুব্বো ঘাসের রসে আর কতদিন উপকার হবে?’’

কবি--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১০৫

পানের বরজ

‘‘---তোমাদের ওদিকে সজনের ডাঁটা হয়? ‘নজনে’ আছে? পানের বরজ আছে? কেয়ার গাছ আছে তোমাদের গ্রামে, সাপ থাকে গোড়ায়?’’

কবি--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৪৩

বীজক্ষেত

‘‘আলপথের দু’ধারে লক্‌লকে ঘন-সবুজ বীজধানের ক্ষেত, মাঝখান দিয়া পথ।’’

কবি--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৪৯

ধানের মরাই

‘‘রামচাঁদ বলিতেন--কোনো ভাবনা নেই ভায়া, ব্রজো চক্কোত্তির ধানের মরাই-এর তলা কুড়িয়ে খেলেও এখন ওদের দু-পুরুষ হেসে-খেলে কাটবে।’’

পথের পাঁচালি--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৪

গোহাল

‘‘ নালিশ যখন কর, এ সব কথা মনে থাকে না কারো? রোকেয়ার খুব বিশ্বাস, তার ছেলে হবে ধনী মানী গেরস্ত। গোহালে থাকবে এত এত গরু, ধানের গোলা থাকবে অনেক। তার দলিজে এসে বসবে হজ প্রত্যাগত মানী মানুষেরা।’’

তিতুমীর--মহাশ্বেতা দেবী, পৃ: ১৩

চাষাবাদ

‘‘ তখন চাষাবাদ হয়নি, পোকপতংয়ের মত মানুষ মরেছে। সাহেবরা যত ধানচাল কিনে গোলাজাত করেছিল। কিনল সস্তায় আর বেচবার কালে চাল হয়ে গেল সোনার মত মাগ্যি।’’

তিতুমীর--মহাশ্বেতা দেবী, পৃ: ১৪

জমিতে দাগ মারা

‘‘ জমিতে দাগ মেরে দাও, বল যে জমিদার রাজী আছে। তারপর প্রজা চাষ করে কি না করে তা আমার ওপর ছেড়ে দাও দিখি।’’

তিতুমীর--মহাশ্বেতা দেবী, পৃ: ৩৩

হাটুরে

‘‘ --ও আগে যাবে। বেটা হাংগামার জন্যে মুখিয়ে থাকে। হাট-তোলা তুলতে যাও না, টের পাবে। ও ধর্মপুত্তর হয়েছে। বলে, হাটুরে মেরে তোলা তুলতে দেব না। ’’

তিতুমীর--মহাশ্বেতা দেবী, পৃ: ৩৪

গাঁতিদার

‘‘ তোমরা কলকাতায় থাকছ। তালুক মুলুক থেকে খাজনা তোলার ভার দিচ্ছ পত্তনিদার, গাঁতিদার, দরপত্তনিদার, এমন লোকদের। প্রত্যেকের চাহিদা প্রজাই মেটাবে। ’’

তিতুমীর--মহাশ্বেতা দেবী, পৃ:৩৬

কাঠা

‘‘ তিতু যেন শা-বাদশা। ভুলে আমাদের ঘরে জন্মেছে। কত ছোট বয়স থেকে কেউ কারো ওপরে অন্যায় করলে সইতে পারেনি। গায়ের পিরান অপরকে খুলে দিত, ফকিরদেরকে কাঠাভর চাল ঢেলে দিত। ’’

তিতুমীর--মহাশ্বেতা দেবী, পৃ: ৪৫

বীজ ছড়ানো

‘‘ কতজন আমাকে বলেছে যে তুমি বালির ওপর গমের বীজ ছিটাচ্ছ। মাটি হলে ফসল দেখতে পেতে। ’’

তিতুমীর--মহাশ্বেতা দেবী, পৃ:৫৯

সের

‘‘ এই যে জমিদার তার বাপের ফয়তা করবে, তা আমাদের দিতে হবে দশখানা গামছা। এত পারি? দশখানা গামছা বিকোলে দশ সের চাল তো হত।’’

তিতুমীর--মহাশ্বেতা দেবী, পৃ: ৬৪

হাট তোলা (হাট খাজনা)

‘‘ হাটুরিয়ারা বলল, কাছারির তোলা দিতে আমরা বাধ্য, কেন না জমিদারের জমিতে হাট বসে, এটা দেশাচার। কিন্তু ওই একটা হাট-তোলাই দেব। ”

তিতুমীর--মহাশ্বেতা দেবী, পৃ: ৬৯

রসা জমি (জলা জমি)

‘‘--তাদের কি? খাজনা পেলেই হল। দেখতে পাচ্ছে যে রায়তদের রসা জমিতে দাগ পড়েচে, শুখো জমিতে কতটা বা ধান হয়? তবু সে খাজনা বাড়াচ্ছে তো বাড়াচ্ছেই।”

তিতুমীর--মহাশ্বেতা দেবী, পৃ: ৭৬

শুখো জমি (ডাঙা জমি)

‘‘--তাদের কি? খাজনা পেলেই হল। দেখতে পাচ্ছে যে রায়তদের রসা জমিতে দাগ পড়েচে, শুখো জমিতে কতটা বা ধান হয়? তবু সে খাজনা বাড়াচ্ছে তো বাড়াচ্ছেই।”

তিতুমীর--মহাশ্বেতা দেবী, পৃ: ৭৬

গোহাল

‘‘আপাততঃ দেখা যাচ্ছে ওই অবোলা জীবগুলি এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত ধুয়োতে সচকিত হয়ে দ্রুতগতিতে গোহালমুখী হচ্ছে।”

প্রথম প্রতিশ্রুতি--আশাপূর্ণা দেবী, পৃ: ১৩

গোরুর গাড়ি

‘‘রামকালী বলেন, ‘গো-গাড়ি চড়িয়ে নিয়ে গেলে ওই বিরেনব্বই বছরের জীর্ণ খাঁচা খানা কি আর প্রাণপাখি- সমেত গঙ্গা পর্যন্ত পৌঁছবে?...”

প্রথম প্রতিশ্রুতি--আশাপূর্ণা দেবী, পৃ: ১৪

তিল কোটা

‘‘একবার বুঝি তিলটা কুটেছিল সেজবৌতে আর বড়বৌমাতে, সেবার তো নাড়ু দিয়ে’ মজ্‌ল। আগাগোড়া খোসায় ভর্তি। রঙ্‌ও হল তেমনি কেলে-কিষ্টি।”

প্রথম প্রতিশ্রুতি--আশাপূর্ণা দেবী, পৃ: ২৫

ঢেঁকির গড়

‘‘সেই থেকে সাবধান হয়ে গেছেন মোক্ষদা। ঢেঁকির গড়ের কাছে কাউকে একটু বসানো ছাড়া আর সব একা করেন। ”

প্রথম প্রতিশ্রুতি--আশাপূর্ণা দেবী, পৃ: ২৫

বড়ি

‘‘কত তার স্বাদ। কুমড়ো বড়ি, খাস্তা বড়ি, পোস্ত বড়ি, তিলের বড়ি, জিরের বড়ি, ঝালমশলার বড়ি, টকে-সুক্তয় দিতে মটর-খেঁসারির বড়ি--ব্যবহার অনেক।”

প্রথম প্রতিশ্রুতি--আশাপূর্ণা দেবী, পৃ: ২৬

নিকোনো

‘‘আর সেই খাঁ খাঁ করা ঘরের একপ্রান্তে বড় বড় দুটো উনুন তাদের মাজাঘষা নিকোনো চুকোনো চেহারা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বহু অকথিত শূন্যতার প্রতীকের মত। ”

প্রথম প্রতিশ্রুতি--আশাপূর্ণা দেবী, পৃ: ২৬

ছোবা হাঁড়ি

‘‘ রাইসরষের সন্ধানে কুলুঙ্গীতে তুলে রাখা রঙিন ফুলকাটা ছোট ছোট ছোবা হাঁড়ির একটা পাড়লেন মোক্ষদা।”

প্রথম প্রতিশ্রুতি--আশাপূর্ণা দেবী, পৃ: ২৭

দাওয়া

‘‘ ধিঙ্গী অবতার মেয়ের অস্‌পদ্দার ইতিহাস শোনার আগেই ভাজের অস্‌পদ্দায় রে-রে করে ওঠেন

মোক্ষদা, ‘ উঠোনের পায়ে তুমি দাওয়ায় উঠলে সেজবৌ? আর ওইখানেই আমার আচারের খোরা’!”

প্রথম প্রতিশ্রুতি--আশাপূর্ণা দেবী, পৃ: ২৭

খোরা

“ ধিঙ্গী অবতার মেয়ের অস্পদ্দার ইতিহাস শোনার আগেই ভাজের অস্পদ্দায় রে-রে করে ওঠেন মোক্ষদা, ‘ উঠোনের পায়ে তুমি দাওয়ায় উঠলে সেজবৌ? আর ওইখানেই আমার আচারের খোরা’!”

প্রথম প্রতিশ্রুতি--আশাপূর্ণা দেবী, পৃ: ২৭

চালভাজা

“ এমন কি কামড়ে কামড়েও তো খেতে নেই, আলগোছা টুকরো করে মুখের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে তবে চালভাজার সঙ্গে খাওয়া চলে।”

প্রথম প্রতিশ্রুতি--আশাপূর্ণা দেবী, পৃ: ৭৪

কলম বাঁধা

“ জেঠু বলল, গাছটা কাটব বলে ভালো লোক দিয়ে আগে কলম বাঁধিয়ে নিয়েছি, ঠিক করিনি?”

এসেছিলে তবু আস নাই--অসিতবরণ দে, পৃ ৮৩

আনা

“ আর ই-পারে হলেও তো তারও আপনারা তিন আনা চার গণ্ডার মালিক। ”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৭

গণ্ডা

“ “ আর ই-পারে হলেও তো তারও আপনারা তিন আনা চার গণ্ডার মালিক। ”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৭

ডিক্রী

“ ডিক্রী তো আমি পাবই, আর ডিক্রী হলে খরচাও পাব। সুতরাং লোকসান করতে যাবার কোন কারণ নেই আমার।”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৬

বেনাঘাস

‘‘ সমগ্র চরটা বেনাঘাস আর কাশের ঘন জঙ্গলে একেবারে অচ্ছন্ন হইয়া আছে।”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৭

আওয়াল জমি

‘‘ কালী নদীর ধারেই --ওই দেখেন, চরের পরই যেখানে চোরাবালি--ওইখানেই আমাদের পঁচিশ কাঠা আওয়াল জমি ছিল, তারপর ওই চর যেখানে আরম্ভ হয়েছে-- ওইখানে ছিল গো-চর নদীর ওলা। ”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ:- ১৭

চর

‘‘ প্রৌঢ় রংলাল মণ্ডল বলিল, এই তো ক বছর হল গো বাবু মশায়, একটা বাছুর কি রকম ছটকিয়ে গিয়ে পড়েছিল চরের উপর। ”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৭

ফাল

‘‘ আর রতন কামারের গড়া ফাল-- একহাত মাটি একেবারে দু ফাঁক হয়ে যেত! আঃ! মাটিরই বা কি রঙ--একেবারে লাল--সেরাক!”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৭

খড়কুটো

‘‘ রংলাল বলিল, বুঝলেন দাদাবাবু, শুধু কি পলি; রাজ্যের জিনিস--এই আপনার খড়কুটো ঘাসপাতা আর মরা মানুষ, গরু, ছাগল, তার উপর সাপ-ব্যাঙের তো সংখ্যা হয় না।”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৮

ফসল

‘‘ আ-হা-হা, কি ফসলই সব লাগিয়েছে, অঃ, আলু হয়েছে কি, ইয়া মোটা মোটা! বরবটি শুঁটি আপনার আধ হাত করে লম্বা! সাধে কি আর গাঁসুদ্ধ নোক হটাৎ ক্ষেপে উঠল দাদাবাবু!।”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৯-২০

গোরু দোয়া

‘‘ সাপ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিতেই একটি প্রৌঢ় সাঁওতাল- রমনি একটি বাটিতে সদ্যদোহা দুধ

আনিয়া নামাইয়া দিল, দুধের উপর ফেনা তখনও ভাঙে নাই।”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ২২

খাজনা

‘‘ মাঝি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কেনে, আমরাও খাজনা দিব। তাড়াবে কেনে আমাদিগে?”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ২৩

পাই

‘‘ সেই দিনই অপরাহ্নে সাঁওতালেরা খাজনার টাকা পাই পাই পয়সা হিসাব করিয়া মিটাইয়া দিল।”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৭৮

জমি দখল

‘‘ কথাটার মানে অত্যন্ত স্পষ্ট, বন্দোবস্ত করা হউক বা না হউক, জমি তাহারা দখল করিবেই। অকারণে খানিকটা মাথা চুলকাইয়া লইয়া রংলাল বলিল, ওই যে বললাম গো, আমরা জমি-জেরাত হাসিল করি তারপর লেবেন খাজনা।”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৭৯

আদাড়

‘‘ এখন একবার চ’ষে- খুঁড়ে না রাখতে পারলে আশ্বিন-কার্তিক মাসে কি আর ওখানে ঢোকা যাবে? একেই তো বেনার মুড়োতে আদাড় হয়ে আছে।”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৮৫

গাঁতা

‘‘ রংলাল বসিয়া তামাক খাইতেছিল, সে বলিল, এই ব’সে ব’সে আমিও ওই কথাই ভাবছিলাম লোহার। ওখানে তো একা একা কাজ সুবিধে হবে না, উ তোমার ‘গাতো’ ক’রে কাজ করতে হবে।”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৮৫

জাত

‘‘ সে বলিল, অড়লের কেমন জাত দেখ দেখি! একটি বীজও বাদ যায় নাই হে! ”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৮৭

মাটি কোপানো

‘‘ তখনও সেখানে কয়জন জোয়ান সাঁওতাল মাটি কোপাইয়া বেনা ও কাশের শিকড় তুলিয়া ফেলিতেছিল।”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৮৭

গাড়ি জোড়া

‘‘ গাছতলায় গাড়ি লইয়া গাড়োয়ানেরা ব্যস্ত হইয়া পড়িল।--শীতার্ত গরু কয়টাকে গাড়িতে জুড়িবার পূর্ব হইতেই ঠ্যাঙাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, চীৎকার শুরু করিয়া দিয়াছে।”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১২৭

উর্বর

‘‘চরটার দিকে চাহিয়া অমল বলিল, চরটা কিন্তু সত্যিই লোভনীয় হয়ে উঠেছে, তা ছাড়া মাটিও বোধ হয় খুব উর্বর। ”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১২৮-২৯

চড়া দর

‘‘ দরে তো চড়া পাবেন না, মারে ওজনে। সের-করা আধপো ওজন কম।”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৩০

বাটখারা

‘‘ দু-রকম বাটখারা রাখে আজ্ঞে। ধান-চাল নেয় যে বাটখারায় সেটা আবার সের-করা আধপো বেশী।”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৩০

পোয়া

‘‘ দরে তো চড়া পাবেন না, মারে ওজনে। সেরকরা আধপো ওজন কম।”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৩০

বেগার

‘‘কিন্তু তিনি যে জমিদারস্বরূপে সাঁওতালদের বেগার ধরেছেন, এতে আমার আপত্তি আছে। ওরা আমাদের দাদন খেয়ে রেখেছে।”

কালিন্দী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৫৮

ভাগবাঁটোয়ারা

‘‘ জমি জমা ভাগবাঁটোয়ারার কথা হচ্ছিল। আমার ভাগটা বেচে ফেলব ভাবছি কি না। ’’

দোকানির বউ--মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৪

আউশ

‘‘ খল্‌সেমারির বিলের প্রান্তে ঘন সবুজ আউশ ধানের ক্ষেতের উপরকার বৃষ্টিধৌত, ভাদ্রের আকাশের সুনীল প্রসার।’’

পথের পাঁচালী--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,পৃ: ৬১

লাঙলের মুঠ

‘‘....ঐ যে-কদিন আমি আছি রে বাপু, চক্ষু বুজলেই লাঙলের মুঠো ধরতে হবে।’’

পথের পাঁচালী--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,পৃ:-৬৯

মাচা

‘‘ কৈফিয়তের সুরে বলে--বোষ্টমদের বাগানে ওরা মাচা বেঁধেছে দিদি, অনেক নিচু পেড়েচে, দু-ঝুড়ি-ই-ই--এক পয়সায় ছটা, এই এত বড় বড়, একেবারে সিঁদুরের মত রাঙা, সতু কিন্‌লে, সাধন কিন্‌লে--পরে একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল--আছে দিদি?’’

পথের পাঁচালী--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,পৃ: ১০২

আঁটি

‘‘...চরের ধারে- ধারে চাষীরা পটোলক্ষেত নিড়াইতেছে, কেহ ঘাস কাটিয়া আঁটি বাঁধিতেছে, চালতেপোতার বাঁকে তীরবর্তী ঘণ ঝোপে গাঙ্‌শালিকের দল কলরব করিতেছে, পড়ন্ত বেলায় পূব আকাশের গায়ে নানারঙের মেঘস্তূপ।’’

পথের পাঁচালী--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,পৃ: ১২৯-৩০

বোঝা

‘‘ তারের বেড়ার এদিকে একজন লোক একবোঝা উলুঘাস মাথায় করিয়া ট্রেনখানা চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল, অপুর মনে হইল লোকটা কৃপার পাত্র! আজিকার দিনে যে গাড়ী চড়িল না, সে বাঁচিয়া থাকিবে কি করিয়া।’’

পথের পাঁচালী--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,পৃ: ১৪২

উলুঘাস

‘‘ তারের বেড়ার এদিকে একজন লোক একবোঝা উলুঘাস মাথায় করিয়া ট্রেনখানা চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল, অপুর মনে হইল লোকটা কৃপার পাত্র ! আজিকার দিনে যে গাড়ী চড়িল না, সে বাঁচিয়া থাকিবে কি করিয়া।’’

পথের পাঁচালী--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,পৃ: ১৪২

যাঁতা

‘‘ গাড়ীর তলায় যাঁতা-পেষার মত একটা একটানা শব্দ হইতেছে--সাম্‌নের দিকে ইঞ্জিনের কি শব্দটা !’’

পথের পাঁচালী--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,পৃ: ১৪

বাজরা

‘‘শ্রাবণ মাসে তাঁদের আবাদ থেকে বছরের ধান, জালাভরা কই মাছ, বাজরাভরা হাঁসের ডিম, তিল, আকের গুড়, আরও অনেক জিনিস নৌকা বোঝাই হয়ে আসতো।’’

দৃষ্টিপ্রদীপ--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৯

জালা

‘‘শ্রাবণ মাসে তাঁদের আবাদ থেকে বছরের ধান, জালাভরা কই মাছ, বাজরাভরা হাঁসের ডিম, তিল, আকের গুড়, আরও অনেক জিনিস নৌকা বোঝাই হয়ে আসতো।’’

দৃষ্টিপ্রদীপ--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৯

পোড়ো জমি

‘‘ সকালবেলা সেজকাকা ও জ্যাঠামশাই দত্তদের কাঁটালবাগানের ধারে পোড়ো জমিতে বাড়ির কৃষাণকে দিয়ে খেজুরপাতার একটা কুঁড়ে বাঁধালেন এবং লোকজন ডাকিয়ে হীরুকে ধরাধরি ক’রে সেখানে নিয়ে গেলেন।’’

দৃষ্টিপ্রদীপ--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৪৭

টামনা

‘‘কোদাল কি টামনায় কাটে না, কোপ দিলে কোদাল-টামনারই ধার বেকে যায়; গাঁইতির মত যে যন্ত্র সে দিয়ে কোপ দিলে তবে খানিকটা কাটে কিন্তু প্রতি কোপে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে।’’

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৭

পলি পড়া

‘‘ গাঁয়ের মাটি ভিজে সপসপ করছে, চার আঙ্গুল ক’রে পলি পড়েছে, দাঁড়াবার থান নেই।”

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৫৯

পোঁতা জমি

‘‘ তারা পাহারা দিত, আর বেহারা-কাহারেরা হাল গরু নিয়ে দিত পোঁতা জমি ভেঙে, চ’ষে-মষে তছনছ ক’রে নীল বুনে দিত, পাকা ধান হ’লে কেটে-মেটে ছিঁড়ে-খুঁড়ে তুলে নিয়ে চ’লে আসত বাড়ি।”

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৬০

পত্তন করা

‘‘ তারপর নীলকুঠীর সাহেবেরা এসে জাঙায় কুঠী ফাঁদলে, গো-চরণভূমি ভেঙে জমি ক’রে সেচের পুকুর কাটিয়ে বাঁশবাঁদির মাঠে নীল-চাষ ও ধান চাষের পত্তন করলে, এই পুকুরপাড়ে কাহারবসতি বসালে।”

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৬৯

বাঁশবাঁদির মাঠ (মাঠের নাম)

‘‘ তারপর নীলকুঠীর সাহেবেরা এসে জাঙায় কুঠী ফাঁদলে, গো-চরণভূমি ভেঙে জমি ক’রে সেচের পুকুর কাটিয়ে বাঁশবাঁদির মাঠে নীল-চাষ ও ধান চাষের পত্তন করলে, এই পুকুরপাড়ে কাহারবসতি বসালে।”

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৬৯

বাখার

‘‘ --ওরে না। আমার মুনিব মাটিতে পুঁতলে আর তোলে না; আট ‘বাখার’ ধান ছেড়ে দেবে।”

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৭২

ভেজানো

‘‘ গোটা একদিন মাটি কেটে, তাতে জল দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হয়েছে,...”

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৭২

গম ঝাড়াই

‘‘ প্রহ্লাদ, ভুতো প্রভৃতি এরা কজন গম ঝাড়াই করলে, শিষ পিটিয়ে স্তুপ করে তুললে, জলখাবার নিয়ে আসবে মেয়েরা, কুলো দিয়ে আছড়ে, খোসা ঝেড়ে গম বার করবে।”

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৭৬

পেটানো

‘‘ প্রহ্লাদ, ভুতো প্রভৃতি এরা কজন গম ঝাড়াই করলে, শিষ পিটিয়ে স্তুপ করে তুললে, জলখাবার নিয়ে আসবে মেয়েরা, কুলো দিয়ে আছড়ে, খোসা ঝেড়ে গম বার করবে।”

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৭৬

ঘুঁটে

‘‘ তাদের ঘরে গন্ধটির মধ্যে গোবর মাটির গন্ধ, গরুর গায়ের গন্ধ, ধানের গন্ধ, কাঠ-ঘুটে পোড়ার গন্ধ, সারগাদার গন্ধ, পচাই মদের গন্ধ, বাড়ির আশপাশের বাবুরি তুলসী গাছের গন্ধ মিশে এক ভারি মিষ্টি প্রাণ-জুড়ানো গন্ধ।”

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৮০

সারগাদা

‘‘ তাদের ঘরে গন্ধটির মধ্যে গোবর মাটির গন্ধ, গরুর গায়ের গন্ধ, ধানের গন্ধ, কাঠ-ঘুটে পোড়ার গন্ধ, সারগাদার গন্ধ, পচাই মদের গন্ধ, বাড়ির আশপাশের বাবুরি তুলসী গাছের গন্ধ মিশে এক ভারি মিষ্টি প্রাণ-জুড়ানো গন্ধ।”

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৮০

আঁখ মাড়াই

‘‘আখ কেটে মাড়াই ক’রে গুড় তৈরী করার আয়োজন। জাঙলের সদ্‌গোপ মহাশয়ের কৃষাণ কাহারেরা, তারাই লাগিয়েছে আখ।’’

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৯২

ভিয়েন

‘‘গুড় তৈরির ভিয়েনে সকলের উপরে বনওয়ারী; এক হেদো মন্ডল মহাশয় ছাড়া--জাঙল, বাঁশবাদি, কোপাইয়ের ওপারে গোয়লপাড়া, রাণীপাড়া, ঘোষগ্রাম, নন্দীপুর, কর্মমাঠ এই সাতখানা গ্রামে গুড় তৈরির কাজে বনওয়ারীর জুড়ি কেউ নাই।’’

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৯৩

চট

‘‘ সদ্‌গোপ মহাশয়রা চট বিছিয়ে ব’সে যুদ্ধের কথাই বলছেন।’’

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৯৫

বাঁট

‘‘ টামনার বাঁটে হাত রেখে ভাবতে লাগল--উপায়?’’

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১১৬

গাঁইতি

‘‘ গাঁইতি ধরতে হবে। না ধ’রে উপায় নাই। কুঁদোর মুখে বাঁকা কাঠ সোজা, নেয়াইয়ের উপর হাতুড়ির নিচে লোহা জব্দ, গাঁইতির মুখে মাটি-পাথর জব্দ। ’’

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১১৭

কাস্তে নামানো

‘‘কোথাও কাজ নেই। খেতে কাস্তে নামানর এখনো দেরি আছে। ’’

সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, পৃ: ৯

বড় চুলো

‘‘ তেঁতুলতলায় বড় চুলোয় চৌকো টিনে গুড় ফুটছে টগবগ।”

সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, পৃ: ১২

ধোঁকা (কাকতাড়ুয়া)

‘‘ খেতে ডামাইঁদুর লাগলে বাঁশ পুঁতে ছেঁড়া জামা পরিয়ে ভাঙা হাঁড়িতে চুনকালি দিয়ে নাক চোখ করে ‘ধোঁকা’ দেয়া হয়।”

সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, পৃ: ১৫

শান দেওয়া

‘‘ লোকটা গাছে ভাঁড় বাঁধে। সর সর একটার পর একটা গাছে ওঠে। হেঁসোয় এমন ধার ছিল না। কামারবাড়ি থেকে শান দিয়ে এল।”

সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, পৃ: ২০

তড়পা

‘‘ ইটভাঁটা থেকে এই তো ফিরল বলে--আবার দু-তড়পা খড় কুচোনো! বাপটা এত খাটলে মরেই যাবে।”

সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, পৃ: ৩০

বীজতলা

‘‘ হটাৎ হটাৎ সানুর মনে আসে, ভেতরে দোলা দেয় গাবানের মাঠ। তাতে সে নিজে লাঙল কেরেছে, বীজতলা, রোয়া, নিড়েন--এবার কাটবে।”

সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, পৃ: ৩৩

গাবানের মাঠ (মাঠের নাম)

‘‘মায়া মমতায় প্রথম চাষ দেয়া গাবানের মাঠে যেন কত বছর, কত যুগ নিজের ভেবে এসছে সে।”

সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, পৃ: ৩৩

মোট

‘‘এমনিতে দু-তিন মোট পান উঠবে হপ্তায়।’’

সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, পৃ: ৪৩

টাল দেওয়া

‘‘ কাছেই খড়ির বোঝা টাল দেয়া। তার ওপর ছাওয়া। ওপর পাশ দুয়েই ছাওয়া হবে। ’’

সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, পৃ: ৪২

খড়ি

‘‘ কাছেই খড়ির বোঝা টাল দেয়া। তার ওপর ছাওয়া। ওপর পাশ দুয়েই ছাওয়া হবে। ’’

সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, পৃ: ৪২

নাবি চাষ

‘‘ নাবি হয়ে যাবে ত কি করব--ধানের উপর ট্যাকা দেয় সঈম মাস্টার--দু-মণের ট্যাকা দিলে তিনমণ পাবে এই যা।’’

সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, পৃ: ৪৩

চালভাজাতলার মাঠ (মাঠের নাম)

‘‘ তবে ধান বসেচে চালভাজাতলার মাঠকে।’’

সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, পৃ: ৪৪

জ্যাঠো চাষ

‘‘ ‘জ্যেঠো রুয়া যে’। নিয়ামত তারপর ধানের বাহার দেখে।’’

সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, পৃ: ৫৬

কাড়ান দেওয়া

‘‘বরকত চাচা এই গেরামে ধান রুয়ে তার উপরি লাঙল চালাতক--কাড়ান দিলে বিঘেতে দু-চার মণ ধান বেড়ে যাবে।’’

সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, পৃ: ৫৭

ধানের গোছ

‘‘ ধানের গোছ মুহূর্তে মুহূর্তে বেড়ে চলার অল্প সময়ের ব্যবধান দিয়ে পরিবর্তনটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবার ইচ্ছে আঁকুপাঁকু করে।’’

সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, পৃ: ৫৭

কাদা করা

‘‘ খেতে নিজের টানটা আলাদা। কাদা ঠিকমত না হলে নিজের ধান হয় না। ’’

সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, পৃ: ৬১

গড়ে

‘‘ তারপর গোড়েটা দাঁড় করাবার মত চাগিয়ে তোলে। পেছনের দিকে একটু হেঁচড়ে নিয়ে এসে ঠেকা দেয়া গোড়েটার উপর ফেলে দেয়।’’

সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, পৃ: ৬৩

জিরোনো

‘‘ তারও পর আছে ক্ষমতার উনিশ বিশ। তখন জিরেন নেয়ার প্রশ্ন।’’

সানু আলির নিজের জমি--আফসার আমেদ, পৃ: ৬৪

জমি বন্ধক রাখা

‘‘দেখবে ব্যাটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার করতে ছুটে আসবে।’’

পল্লী-সমাজ--শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ১৬০

জমিজমা

‘‘তোর আপনার গাঁয়েও ত জমিজমা আছে, সম্‌ঝে দেখ্‌ রে, সব বরবাদ হয়ে গেলে তোর ক্যামন লাগে?’’

পল্লী-সমাজ--শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ১৬২

নালা

‘‘ একটা ছোট নালা লইয়া উভয়ের বিবাদ। দলিল-পত্র সামান্য যাহা কিছু ছিল রমেশের হাতে দিয়া কাল সকালে আসিবে বলিয়া উভয়ে লোকজন লইয়া প্রস্থান করিবার পর রমেশ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।”

পল্লী-সমাজ--শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ:-১

জীবনী সাহিত্যে ব্যবহৃত কৃষিজ শব্দ

ছিটে দাগ

‘‘রোয়ানো ধানগাছ পাণ্ডুবর্ণ পাতায় অজস্র ছিটে দাগ নিয়ে ঝিমোতে থাকে।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ:- ৩০

গাছ হলদে হওয়া

‘‘এগুলির ব্যবহারের তারতম্য ঘটলে, পাতায় ছিটে দাগ ধরে, গাছ হলদে হয়, শিকড় পচে যায়, সার্বিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩০

শিকড় পচা

‘‘এগুলির ব্যবহারের তারতম্য ঘটলে , পাতায় ছিটে দাগ ধরে, গাছ হলদে হয়, শিকড় পচে যায়, সার্বিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩০

ধামা

‘‘ন্যাকড়া পোড়ানো শেষ হলে আমাকে পশ্চিমমুখো করে ধামার উপর বসানো হল।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩৪

স্যালো

‘‘মাঠে স্যালো ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে সেচের ব্যাপকতাও লাভ করেনি তেমন।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩৫

ডিপ টিউবওয়েল

‘‘মাঠে স্যালো ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে সেচের ব্যাপকতাও লাভ করেনি তেমন।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩৫

গাঁথা (গাঁতা)

‘‘তখন না ছিল ট্রাক্টর, না কলের লাঙল। মিলিজুলিভাবে চাষিরা পরস্পরের জমি চষত। একে বলা হত গাঁথা। ’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩৫

ট্রাক্টর

‘‘তখন না ছিল ট্রাক্টর, না কলের লাঙল। মিলিজুলিভাবে চাষিরা পরস্পরের জমি চষত। একে বলা হত গাঁথা।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ:৩৫

তরকারি

‘‘বক্কর চাচা উত্তর দিত---হররোজ এক তরকারিতে ভাত রোচে? তা সেই চাচার কপাল মন্দ বলতে হবে।

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩৫

ফাল

‘‘গোরুর পায়ে লাগল ফাল

রক্ত বেরুলো টাটকা লাল।

লাল রক্ত লালমাটি বসুমতীর বেটাবেটি

মাথায় হাত মাথায় হাত গো পদে প্রণিপাত।

হেই রক্ত থেমে যা শূল টাটানি কমে যা।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ:- ৩৬

পাতনা

‘‘ পাতনায় দেব খোলের ছিটে

পান্তাভাতের আমানি মিঠে

হেই বলদ তুই টানরে হাল

লাঙল আজ না বইলেও বইবি কাল।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩৬

পান্তা ভাত

‘‘পাতনায় দেব খোলের ছিটে

পান্তাভাতের আমানি মিঠে

হেই বলদ তুই টানরে হাল

লাঙল আজ না বইলেও বইবি কাল।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩৬

খোল

‘‘পাতনায় দেব খোলের ছিটে

পান্তাভাতের আমানি মিঠে

হেই বলদ তুই টানরে হাল

লাঙল আজ না বইলেও বইবি কাল।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩৬

আমানি

‘‘পাতনায় দেব খোলের ছিটে
পান্তাভাতের আমানি মিঠে
হেই বলদ তুই টানরে হাল
লাঙল আজ না বইলেও বইবি কাল।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩৬

পাঁচন

‘‘ঝাড়ান মন্তর শেষ হলে হালের কৃষাণ হাতের পাঁচন বার তিনেক জোয়ালের উপর দিয়ে ছুড়ে দেয়। তারপর সেই পাঁচ বাখারি ফাল লাগা গোরুকে শুঁকিয়ে শুরু হয় চাষ।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩৬

জোয়াল

‘‘ঝাড়ান মন্তর শেষ হলে হালের কৃষাণ হাতের পাঁচন বার তিনেক জোয়ালের উপর দিয়ে ছুড়ে দেয়। তারপর সেই পাঁচ বাখারি ফাল লাগা গোরুকে শুঁকিয়ে শুরু হয় চাষ।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩৬

বাখারি

‘‘ঝাড়ান মন্তর শেষ হলে হালের কৃষাণ হাতের পাঁচন বার তিনেক জোয়ালের উপর দিয়ে ছুড়ে দেয়। তারপর সেই পাঁচ বাখারি ফাল লাগা গোরুকে শুঁকিয়ে শুরু হয় চাষ।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ:৩৬

বীজ ধান

‘‘চাষি বউ অবশ্য আগামী বছরের বপনের জন্য কুঠুরিতে রেখে দেয় বীজ ধান। হাজার অভাব অনটন হলেও বীজধান সে কখনো খাবার হিসাবে ব্যবহার করে না ।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ:৩৬

কুলো ঝাড়া

‘‘বারবার কুলোয় ঝেড়ে চিটে বাগড়া ধানগুলোকে খুঁটে আলাদা করে মাটির কুঠুরির মধ্যে সযত্নে রেখে দেওয়া হত।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ:৩৬

চিটে

‘‘বারবার কুলোয় ঝেড়ে চিটে বাগড়া ধানগুলোকে খুঁটে আলাদা করে মাটির কুঠুরির মধ্যে সযত্নে রেখে দেওয়া হত।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ:৩৬

বাগড়া

‘‘বারবার কুলোয় ঝেড়ে চিটে বাগড়া ধানগুলোকে খুঁটে আলাদা করে মাটির কুঠুরির মধ্যে সযত্নে রেখে দেওয়া হত।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ:৩৬

পত্তন

‘‘কৃষক রমণীর গর্ভে বীর্য নিক্ষেপের মাধ্যমে জমিতে বীজ পত্তন শুরু করা হয়।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ:৩৬

বীজ ভাত

‘‘শেষবারের মতো হাল চালিয়ে ধান বপনের কাজ শেষ হত। বাড়ি ফিরে হাঁস, মুরগি, সম্পন্ন-চাষিদের ক্ষেত্রে খাসি ছাগল কেটে রীতিমত জাঁকালো অনুষ্ঠান। ভোজের এরকম অনুষ্ঠানকে বলা হত বীজভাত।’’

গ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ:৩৭

জাওলা

‘‘বোশেখ মাসে কালবৈশাখী সহ এক ছপ্পর জোর বৃষ্টি হলে আউশের জমিতে বোনা বীজ অঙ্কুরিত হত। এরকম চারা ধানকে জাওলা বলে।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩৭

নিড়েন

‘‘সমস্ত মাঠের আল ব্যেপে সারিবদ্ধ মানুষের মিছিল। তাদের মাথায় টোকা হাতে নিড়ানি।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ:৩৭

টোকা

‘‘সমস্ত মাঠের আল ব্যেপে সারিবদ্ধ মানুষের মিছিল। তাদের মাথায় টোকা হাতে নিড়ানি।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩৭

আঁজলা

‘‘জলখাবার পরিমাণে বেশি হলে মুনিষের দল খাবার নামে জাবর কাটবে। সে জন্য জনপিছু এক আঁজলা মুড়ি কিংবা খানতিনেক গমের রুটি, একটু গুড় কিংবা আলু ঘণ্ট।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ:৩৯

ভাতের বেলা

‘‘কানে মাটি বললেই চাচা বুঝে যায় তার বেআব্রু অঙ্গের কথা। যথাসম্ভব দ্রুত লজ্জাস্থান ঢেকে নিয়ে আবার ভাতের বেলার দিকে অপেক্ষা করা।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩৯

ভাপানো

‘‘দু’প্রহর রাতে উঠে ধানে ভাপ দেওয়া, সেদ্ধ করা, শুকনো থেকে শুরু করে জলখাবারের ব্যবস্থা।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩৯

সেদ্ধ করা

‘‘দু’প্রহর রাতে উঠে ধানে ভাপ দেওয়া, সেদ্ধ করা, শুকনো থেকে শুরু করে জলখাবারের ব্যবস্থা।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩৯

শুকনো করা

''দু'প্রহর রাতে উঠে ধানে ভাপ দেওয়া, সেদ্ধ করা, শুকনো থেকে শুরু করে জলখাবারের ব্যবস্থা।''

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৩৯

গোয়াল কড়া

''আরো আছে হরেক রান্না, আনাজ তরকারি গোয়াল কাড়া, উঠোন ঝাঁট, সন্তানের যত্নআত্তি এসব করে নাওয়া খাওয়ার সময় কখন?''

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ:৩৯

বাঁক

''খেতের চাষি বাঁক বোঝাই ভাত নিয়ে যখন মাঠের দিকে হাঁটা দেয় তখন চারগাঁয়ের অভুক্ত নাংটো শিশুরা হামলে পড়ে।''

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ:৩৯

ঘণ্টা মেপে মজুরি

''এখন দিন পাল্টেছে। খেত মজুরের আগের দুরাবস্থা আর নেই। ঘণ্টা মেপে মজুরি আদায়ে সচেতন।''

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ:৪০

আঁটি বাঁধা

''অথচ আর দশ মিনিট কাজ করলেই আঁটি বাঁধা ধানগুলো গাদা দেওয়া হত।''

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৪০

গাদা

''অথচ আর দশ মিনিট কাজ করলেই আঁটি বাঁধা ধানগুলো গাদা দেওয়া হত।''

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ:৪০

খোঁটা

‘‘নগদ টাকা না দিলে পঞ্চায়েত পর্যন্ত কে আর কষ্ট করে হেঁটে যায়। গোয়ালের খোঁটা থেকে গোরু খুলে বেচে দাও বটতলার হাটে। বেচারি চাষির কিছু বলার নেই।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৪০

খোরাকি

‘‘দহকুল্লার হারাধন মণ্ডল ছুটির মুহূর্তে জোড়হস্ত দাঁড়িয়ে খেতমজুরদের বলেছিল ---উপরি মজুরি দেব। ভাই সগল, বাবা সগল, শুকনো সম্বচ্ছরের খোরাকি আমার।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৪০

ফুরন কাজ

‘‘হ্যাঁ, এখন মুনিষ খাটার সুখ বটে। আগের মতো সামান্য টাকার মজুরিতে দিনান্তের পরিশ্রম নয়। খেত-খামারে ফুরন কাজের রেওয়াজ হয়েছে।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৪০-৪১

বিদে কাঠি

‘‘সেদিন বাড়িতে বিদেকাঠির প্রসঙ্গ উঠতেই আমার বড়ছেলে দোলাবীর বলল--বিদেকাঠি কী বাবা? ভীষণ রাগ হল।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৪১

জো

‘‘মনে পড়ে সরু সরু দশ-বারোটি লোহার পাত কামারশালায় পিটিয়ে হুল করে লম্বা কাঠের সঙ্গে আটকানো থাকত। জো কালে বলদ জুতে দিলেই সারা মাঠে চিরুনি চালাত।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৪১

চেলি

‘‘বিদেকাঠির খোঁচায় যে পাটালির মতো হালকা মাটি উঠে আসে তাকে বলে চেলি। মাটি বেশি শুকিয়ে গেলে বড় চেলি উঠে এসে চারাগাছ উপড়ে যায়।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৪১

বিদের জো

‘‘ইদের দিনে বিদের জো
পির পার্বন নামাজ থো।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৪১

বাটনা বাটা

‘‘বাটনা বাটার তালে তালে নারী শরীরের অদ্ভুত দোলা, হাতের শাঁখা চুড়ির রিনঠিন শব্দ আর তেমনভাবে শোনা যায় না।

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৪২

পালি

‘‘তোর মারিন চেড়ে বাও লেগেছে
হবে পুত্র রবে না
তোকে মা বলে আর ডাকবে না
নিয়ে স’পাঁচ আনা পয়সা বিটি
আর একপালি চাল
তোকে মাদুলি দিয়ে যাই।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৪৪-৪৫

কাঠা

‘‘নিয়ে বিটি পঞ্চাশ টাকা নগদ আর চাল দুই কাঠা
সন্তান যদি না হয় বিটি পুষিব নামে পাঁঠা।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৪৫

বেতে কাটা

‘‘করিম চাচা ঢ্যারাতে পাটের বেতে কেটে দড়ি পাকাচ্ছিল।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৪৬

. ছানি

‘‘কাগজটা বেঁধে দিতেই বিকেল থেকে পোকা ঝরতে শুরু করেছে। ওই দ্যাখ গরুটা ক'টা দিন অনাহারে থেকে ছানিতে মুখ দিয়েছে।

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৪৮

নেদি

‘‘সেই গোবর ঝুড়ি বোঝাই করে উঠোনের উপর ডাঁই করে রাখা হয়। এই গোবর যখন দেয়ালের গায়ে জ্বালানির জন্য সেঁটে দেওয়া হয় তাকে বলে ‘নেদি’।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৫৪

ইঁদারা

‘‘উঠোনের একটেরে ছিল সাবেক কালের ইঁদারা। মা শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে ঘড়া বালতি ডুবিয়ে বেলাভর পানি তুলত।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৫৮

ব্যালক

‘‘চাচাদের মধ্যে কেউ কেউ সুর তুলল, ওকে বেলোক করে দাও।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৫৯

পালি

‘‘ঠুংরি হাঁড়িতে পালি মাপা চাল, ঘরের আনাচ-কানাচ থেকে সংগৃহীত কেঁদুড়ে শাকের ঘণ্ট।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৬২

বটনে

‘‘ইস্কুলথেকে বাড়ি ফিরে দেখতাম মা কাঠের বটনেতে কাস্তে বাধিয়ে গোরুর জন্য বিচালি কাটছে।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৬৩

বদনা

‘‘আমি সকালে সন্ধ্যায় বদনা বদনা পানি ঢালতাম গোড়ায়। লতপত করে পুঁইগাছ বেড়ে উঠত।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৬৪

দাদন

‘‘কখনও-সখনও নিরুপায় হয়ে দাদনের আটা নিয়ে আসতাম আমরা। সেই আটা গরম পানিতে গুলে সস্তার খাদ্য খেতাম। শুধু আমরা নই, আমাদের মতো অনেকেই খেত। এইরকম আটাগোলা খাবারকে বলা হত ‘হেলুন’।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৬৫

হেলুন

‘‘কখনও-সখনও নিরুপায় হয়ে দাদনের আটা নিয়ে আসতাম আমরা। সেই আটা গরম পানিতে গুলে সস্তার খাদ্য খেতাম। শুধু আমরা নই, আমাদের মতো অনেকেই খেত। এইরকম আটাগোলা খাবারকে বলা হত ‘হেলুন’।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৬৫

চাঁচালি

‘‘আস্ত কুমড়ো বঁটিতে দু’ভাগ করে বাঁশের চাঁচালি দিয়ে ঝুরি বানানো হত।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৭১

ধান ভানা

‘‘তবুও বলি, ধানভানার চেয়ে চিঁড়ে কোটা আরও কঠিন। প্রতিবার ঢেঁকির ওঠানামার তালে তাল

রেখে একবার করে হাতনাড়া দিতে হয় নোটে। নোট সাধারণত মোটা বাবলাগাছের গুঁড়ি দিয়ে বানানো হয়।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৭২-৭৩

নোট

‘‘তবুও বলি, ধানভানার চেয়ে চিঁড়ে কোটা আরও কঠিন। প্রতিবার ঢেঁকির ওঠানামার তালে তাল রেখে একবার করে হাতনাড়া দিতে হয় নোটে। নোট সাধারণত মোটা বাবলাকাঠের গুঁড়ি দিয়ে বানানো হয়।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৭৩

পাড় দেওয়া

‘‘আজকালকার বউ-ঝিরা ঢেঁকিতে পাড় দেবার কথা ভাবতেই পারে না। এখন পাড়ায় পাড়ায় ধানকল গমকল।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৭৩

খিল

‘‘লগ্নের পরে যদি বিয়ে না আসে তো সব আয়োজন মাটি। তখন মেয়ের পক্ষের লোকজন লগ্ন নিয়ে আসা লোকেদের খুঁটিতে বেঁধে রাখে, কিংবা ঘরে ঢুকিয়ে খিল তুলে দেয়।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৭৫

মাহিন্দার

‘‘গম কাটে, ভুট্টা কাটে, মাথায় করে ফসলের বস্তা বয়। অন্যান্য মরদ মাহিন্দারাও কাজ করে।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৮২

পোঁচ চালানো

‘‘যারা শ্যামাঘাসকে ঠিকমতো শনাক্ত করতে পারত না তারা আস্ত ধানের ঝাড়ে পোঁচ চালাত। সেইসব ধান, ঘাস আঁটি বেঁধে মাথায় করে ইস্কুল ঘরে আনা হত।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৯৩

আঁটি

‘‘যারা শ্যামাঘাসকে ঠিকমতো শনাক্ত করতে পারত না তারা আস্ত ধানের ঝাড়ে পোঁচ চালাত। সেইসব ধান, ঘাস আঁটি বেঁধে মাথায় করে ইস্কুল ঘরে আনা হত।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৯৩

নেদা

‘‘চরতে চরতে মাঠের ফসল সাবড়ে দিত কেবল তাই নয়, সামান্য বৃষ্টিতে সমস্ত ছাগল কান ঝাপটাতে ঝাপটাতে ক্লাস ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ত। ঢুকেই গা ঝাড়া দিত। বই খাতার উপর নেদে চুনিয়ে যে অবস্থা করত সেখানে টিকে থাকা দায়।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৯৫

চোনানো

‘‘চরতে চরতে মাঠের ফসল সাবড়ে দিত কেবল তাই নয়, সামান্য বৃষ্টিতে সমস্ত ছাগল কান ঝাপটাতে ঝাপটাতে ক্লাস ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ত। ঢুকেই গা ঝাড়া দিত। বই খাতার উপর নেদে চুনিয়ে যে অবস্থা করত সেখানে টিকে থাকা দায়।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ৯৫

বাঁশের কড়াল

‘‘হাই বেঞ্চিতে বই রেখে খেলার মাঠ বরাবর উদাসভাবে তাকিয়ে থাকতাম গোঁজ উপড়ানো পলায়মান

গোরুটার দিকে, কিংবা আরো দূরে বাঁশের কোঁড়ের আগায় খোঁচা খাওয়া আকাশ।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১১৩

উদোম দেওয়া

‘‘তা হলে সরকার মশায়ের এত দরদি হবার রহস্যটা কী? একটু ভাবলেই রহস্য উদোম হয়ে যায়।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১১৯

মই দেওয়া

‘‘বিদের আগে অবশ্য মই দেওয়া হত। ধানের জমিতে মই দেওয়ার নানান রকমফের আছে। ”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১২১

জোতের বলদ

‘‘তখন ধেনো জমির বুক চিরে ছুটতে থাকে জোতের বলদ। তাদের পাখসাটে উড়তে থাকে ধুলো।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১২১

ছানিঘর

‘‘বড় কৃষাণও তাকে হুকুম করে। তার হুকুমে ছানিঘর থেকে ঝুড়ি বোঝাই ছানি পেটে বুকে সামলে গোরুর পাতনায় ঢেলে দেওয়া, এখনো খোলের ছিটে দেওয়া বাকি।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১২৬

নুড়ো

‘‘এর মধ্যে বাড়ির বড় গিন্নির হুকুম হল, কলপাড়ে গিয়ে বড় হাঁড়ির কালি তোলা। নুড়ো কিংবা ঝামা ঘসে বেবাগ কালি তোলা সহজে হবার নয়।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১২৬

ঝামা

‘‘বাড়িতে পেটভাতের রাখাল থাকতে কে আর খচর খচর শব্দ তুলে ঝামা ঘসে।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১২৬

জালি

‘‘ওদিকে রান্নাঘর থেকে বাড়ির মেজো গিন্নি হয়ত হুকুম করল ঘসিঘর থেকে একঝুড়ি ঘসি নিয়ে আসার। দুটো জালি হাতে হাজার ফরমাইসের কোনটাকে সামাল দেয়!’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১২৬

ঘসিঘর

‘‘ওদিকে রান্নাঘর থেকে বাড়ির মেজো গিন্নি হয়ত হুকুম করল ঘসিঘর থেকে একঝুড়ি ঘসি নিয়ে আসার। দুটো জালি হাতে হাজার ফরমাইসের কোনটাকে সামাল দেয়!’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১২৬

মাঠজরা

‘‘চাষিভুষো মানুষের ভাষায় একে বলা হয় মাঠজরা। কথায় বলে--

‘‘মাঠ জরলে পাঁজর ফাঁক
লাঙল জোয়াল তুলে রাখ।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১৩১

নাদ

‘‘বর্ষায় গজিয়ে ওঠা কচি ঘাস খেয়ে চরতি গরুমোষ যে নাদ গোবর ঝাড়ে তাতে পতিত জমির ধড়ে জান ফিরে আসে।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১৩২

খোয়াড়

‘‘যদি তার গোরু রাখালের গাফিলতি বা বেখেয়ালে অন্যের ফসল লোপাট করে, কিংবা ক্ষতির দায়ে খোয়াড়ে ঢোকে, জরিমানা হয়, তাহলে তার বেতন থেকে ওই টাকা কেটে নেওয়ার হুকুম আছে।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১৩২

বোকনা গোরু

‘‘কোনো বোকনা গোরু জীবনে প্রথম ষাঁড়ের সান্নিধ্য পেতে চায় এবং এর জন্য তার মতিগতি বুঝে ওঠা।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১৩৩

গাইগোরু

‘‘কোনো গাইগোরু ষাঁড়ের সঙ্গে মিলিত হলে শারীরিক অভিব্যক্তি দেখে ঠাহর করতে হয় সঙ্গম সফল হল কিনা।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১৩৩-৩৪

এঁদো পুকুর

‘‘কোনো এক বটগাছের ছায়ার নীচে ক্ষুধার্ত রাখালেরা ঝিমোতে ঝিমোতে ভাত তরকারির সুবাস পেয়ে উঠে দাঁড়ায়। আশপাশের কোনো এঁদো পুকুর বা পুষ্করিণীতে পেঁপের ডাঁটি হাতে এগোতে থাকে।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১৩৫

বাচড়া

‘‘বছরের অধিকাংশ সময়ে পতিত জমিতে গোরু-মোষের পাল চরে যায়। এমন পতিত জমিকে সাধারণত ‘ বাচড়া’ বলা হয়।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১৩৫

ঘুঁটে

‘‘তুমার ভালোর জন্যিই তো ডাকা দিই। গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দেবা মাঠে। জষ্টির খরানিতে শুকাই যাবে। গনগনে আঁচ হয়ি জ্বলি যাবে আখায়।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১৩৮

জো

‘‘তাকে জানতে হয় জমির জো। অর্থাৎ জমিতে কী পরিমাণ জলীয় দ্রবণ থাকলে কোন কোন ফসলের বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১৪০

খাঁড়ি

‘‘বিয়ের আগে থেকে কত কিছুর জোগাড়-যন্তর। গোরুর গলার খাঁড়ি কিংবা জোতের দড়ি পুরনো হলে তা সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে ফেলা। গাড়ির চাকার বাইরের খিল যদি পচে যায়, ঘুণ লেগে যায় তা হলে এর মতো মরণকল বুঝি হয় না।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১৪২

খিল

‘‘বিয়ের আগে থেকে কত কিছুর-জোগাড় যন্তর। গোরুর গলার খাঁড়ি কিংবা জোতের দড়ি পুরনো হলে তা সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে ফেলা। গাড়ির চাকার বাইরের খিল যদি পচে যায়, ঘুণ লেগে যায় তা-হলে এর মতো মরণকল বুঝি হয় না।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১৪২

আলুছানা

‘‘কৃষাণের পান্তাভাতের গামলায় আলুছানা নটের চচ্চড়ি লঙ্কা পেঁয়াজ মেখে সযত্নে সাজিয়ে দেয় এই বধূরাই।’’

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১৪২-৪৩

মাঠের ভাত

‘‘বউটাই বা করে কী? স্বামী শ্বশুর কচিকাঁচাদের সামলাবে, না ঘরদোর গোয়াল গোবর সাফ করে

কৃষাণের জন্য মাঠের ভাত পাঠাবে?”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন, পৃ: ১৪৩

ন্যাতা

‘‘ফেঁসোর মতো সস্তা জিনিস এ দুনিয়াতে আছে কিনা সন্দেহ। কারখানাতে এর থেকে দড়ি বা কমদামি চট তৈরি হয়। গৃহস্থবাড়িতে ন্যাতা। ন্যাতা উঠোন নিকোনো কাজে মেয়েরা ব্যবহার করে।”

গৈ-গেরামের পাঁচালি--আনসারউদ্দিন,পৃ: ১৫৮

পাটকাঠি

‘‘ বৈষ্ণব পরিবার অতটা খালি জায়গা পেয়ে তিনজনে মিলে পাটকাঠি দিয়ে অনুপম চিকের বেড়া রচনা করেছে, সেখানে অপরাজিতা, মাধবীলতা আর জুঁই বিতান, সন্ধ্যামালতীর বর্ণময় ফুল আর টগরের শুভ্র শোভা।”

এসেছিলে তবু আস নাই--অসিতবরণ দে, পৃ: ১২

খ্যাপলা জাল

‘‘ আমি চুপ করে শুয়ে দেখলাম, পাঁচু খ্যাপলা জালটা নিয়ে ঝাড়ছে।”

এসেছিলে তবু আস নাই--অসিতবরণ দে, পৃ:৮২

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে তার পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করেছি বিস্তৃত পরিসরে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চর্চা করার সময় কয়েকটি দিক বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রথমত কৃষি কেন্দ্রিক শব্দকথা ও কৃষিজ সংস্কৃতি বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এত বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে যে তার সীমা পরিসীমা হয় না। প্রায় সব যুগের সাহিত্যে এবং সাহিত্যের সব প্রকরণে কৃষি কেন্দ্রিক শব্দকথা ব্যবহৃত হয়েছে। তবে অন্যান্য যুগের তুলনায় আধুনিক যুগের সাহিত্যে এই প্রবণতা অনেক বেশি। অধিকাংশ কৃষিজ শব্দ লৌকিক শব্দ। যাদের আভিধানিক রূপ বা মান্য বাংলার রূপ বিশেষ পাওয়া যায় না। কিন্তু মান্য বাংলায় রচিত সাহিত্যের পাতাতেও সেইসব শব্দের যাতায়াত অবাধ। সাহিত্যিকরা এক্ষেত্রে এত সুচারু ভাবে

কাজটি করেছেন যে কৃষি কেন্দ্রিক অনেক লৌকিক শব্দ প্রায় মান্য বাংলার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। ফলে সাহিত্যের সেই সব চরিত্র যারা কৃষক নয় তাদের কথাতেও কৃষিজ শব্দের ব্যবহার পাওয়া গিয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে কৃষিজ শব্দকথা ব্যবহৃত হয়েছে উপমা, রূপক হিসাবে।

কৃষি সংস্কৃতির এক বিরাট অধ্যায় লুকিয়ে আছে চাষ জমির নামকরণের মধ্যে। চাষ জমিকে বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত করার প্রবণতা দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার কৃষকদের মধ্যে দেখা যায়। সাহিত্যের পাতায় এ বিষয়েরও ছায়াপাত পাওয়া গিয়েছে বিশেষ ভাবে। সাহিত্যিকরা যখন বিভিন্ন অনুষঙ্গে কৃষি সংস্কৃতিকে রূপদানের চেষ্টা করেছেন তখন বর্ণনা প্রসঙ্গে মাঠের নামও তাঁরা ব্যবহার করেছেন। যা দেখে সমাজ মানসে কৃষি সংস্কৃতির গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন সাহিত্যিকরাও।

আলোচ্য অধ্যায়ের সূচনাতে আমরা বলেছিলাম দক্ষিণবঙ্গের কৃষি সংস্কৃতির বহু অপ্রচলিত অনুষঙ্গ সাহিত্যের পাতায় প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে। যা না থাকলে অনুষঙ্গগুলি চিরতরে হারিয়ে যেত। অধ্যায়ের শেষ পর্বে সেই বক্তব্য আরও দৃঢ় ভিত্তি পেয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। যেমন বাংলার সমাজ ইতিহাস থেকে বিলুপ্ত হওয়া জমিদারদের শোষণের চিত্র সাহিত্যের পাতায় যদি কবি সাহিত্যিকরা ফুটিয়ে না তুলতেন, তবে বর্তমান দিনে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র ইতিহাস পড়ে তার প্রতি আমরা যথাযথ বিশ্বাস আনতে পারতাম না। সাহিত্য এক্ষেত্রে ইতিহাসের সমানুপাতিক হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের পাতায় কৃষিজ শব্দকথা ও কৃষিজ অনুষঙ্গের রেখাপাত ছাড়া তা সম্ভব হত না।

কিছু কিছু কৃষিজ শব্দকথা ব্যবহারের একাধিক নমুনা আমরা উদ্ধৃত করেছি। সাহিত্যের অঙ্গনে সংশ্লিষ্ট কৃষিজ শব্দগুলির ব্যবহার কতখানি, সাহিত্যিকরা শব্দগুলির সঙ্গে কতটা পরিচিত, একটি শব্দ কত বিভিন্ন অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে, কৃষিজ শব্দকথা সমাজভাষায় কতটা নিবিড় ভাবে মিশে গিয়েছে—এইসব দিককে ফুটিয়ে তোলার জন্যেই আমরা একই শব্দের একাধিক নমুনা সংগ্রহ করেছি। আলোচনার শেষ পর্বে পৌঁছে আমাদের মনে হয় আমাদের সে প্রচেষ্টা কিছুটা ইতিবাচক দিকে সন্ধান দিতে পেরেছে।

আমরা আগেই বলেছি সাহিত্যের পাতায় কৃষিজ শব্দকথার ব্যবহার প্রচুর। সীমিত পরিসরে আমরা চেষ্টা করেছি তার সামগ্রিক রূপকে ফুটিয়ে তোলার। যদিও সাহিত্যের যে সমস্ত উপাদান থেকে আমরা নমুনা সংগ্রহ করেছি, তার বাইরেও অনেক সাহিত্য আছে যেখানে কৃষিজ শব্দকথা আরও নিবিড় ভাবে প্রবিষ্ট হয়েছে। সাহিত্যের সেই বিপুল অঙ্গনে আরও কিছুটা পদচারণা করতে পারলে ভালো হত বলে আমরা মনে করি। তবে কোথাও না কোথাও তো আমাদের থামতে হত। তাই সবকিছুকে একসুরে বাঁধতে পারিনি। এক্ষেত্রে পরবর্তী কোন গবেষক আরও বিস্তৃত পরিসরে বিষয়টিকে উদ্ভাসিত করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। সাহিত্যের পাতায় কৃষিজ শব্দ ব্যবহারের চিত্র সেদিন আরও সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে।

গ্রন্থপঞ্জি
যে সমস্ত গ্রন্থ থেকে এই অধ্যায়ের উদাহরণগুলি নেওয়া হয়েছে তার তালিকা ও বিস্তারিত পরিচয় :

১. দে, অসিতবরণ, এসেছিলে তবু আস নাই, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৪

২. আনসারউদ্দিন, গৈ-গেরামের পাঁচালি, গাঙচিল,কলকাতা, ২০০৬

৩.আমেদ, আফসার, সানু আলির নিজের জমি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৯

৪. দেবী, আশাপূর্ণা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, কলকাতা, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ

৫. বিশ্বাস, ঊষাপতি(সম্পা), বিজন ভট্টাচার্যের দেবীগর্জন, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৫

৬. রসুল, গোলাম,পূর্বাহ্নে ঢেঁকিছাটা ধূসর, পাঠশালা প্রোডাকসন্স, হাওড়া, ২০১৪

৭. রসুল, গোলাম, মেঘ এখানে এসে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, কবিতা ক্যাম্পাস, হাওড়া, ২০১৪

৮. দাশ, জীবনানন্দ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, ২০০৭

৯. মিত্র, দিলীপ কুমার(সম্পাঃ), শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাংলা একাঙ্ক, প্রয়াগ প্রকাশনী, কলকাতা,২০১১

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, কবি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, কালিন্দী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০৬

১৩. মিত্র, দীনবন্ধু, নীলদর্পণ, শুদ্ধসত্ত্ব বসু ও যতীন্দ্র দাশগুপ্ত (সম্পাঃ), বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা
১৪.গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ
১৫. মিদ্যা, বিকাশকান্তি, বদল বৃত্তান্ত, সপ্তর্ষি প্রকাশন, হুগলী, ২০০৮
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, পথের পাঁচালী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বিভূতিভূষণ রচনা সম্ভার, বীণাপাণি পুস্তকালয়, নওগাঁও, আসাম, ১৪১০ বঙ্গাব্দ
১৮. দেবী, মহাশ্বেতা, তিতুমীর, সমকাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, রচনা সমগ্র (৩য় খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, সাহিত্যম্, কলকাতা, ২০০৩
২১. ভট্টাচার্য, সুকান্ত, সুকান্ত-সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ
২২. সেন, সুকুমার(সম্পাঃ), সুলভ শরৎ সমগ্র (১), আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা,১৯৯৩
২৩. হোসেন, সোহারাব, মহারণ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৩
২৪. হোসেন, সোহারাব, সঙ্গ বিসঙ্গ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২
২৫. হোসেন, সোহারাব, সহবাস পরবাস, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৭

সম্পাদিত গ্রন্থ :

১.আধুনিক কবিতা সঞ্চয়ন, (সম্পা)অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ২০০৬
২. একালের কবিতা সঞ্চয়ন, (প্রাক-স্নাতক পাঠ পর্ষৎ ঃ বাংলা কর্তৃক সংকলিত)কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৯
৩. সাহিত্য-সরণি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৬
৪. সাহিত্যচর্চা, মহুয়া দাস, (সভাপতি), পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, কলকাতা, ২০১৭